রাঁচি, মঙ্গলবার
12:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>063 >>25 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৬৩ >> << ২৫শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

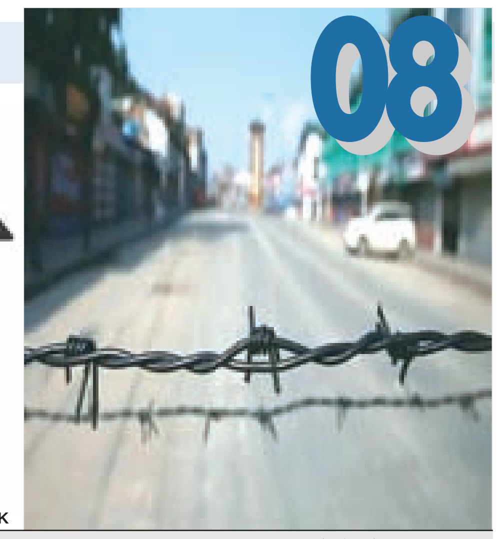

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ব্যর্থ, বলছে ব্রিটেন

খার্কিভ ঃ ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রবিবার তাদের ইউক্রেন যুদ্ধ সংক্রান্ত দৈনিক হালনাগাদ গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলছে, রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে শীতকালীন অভিযানে ব্যবহারের জন্য প্রায় নিশ্চিতভাবেই বিমান থেকে নিক্ষেপযোগ্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বা এএলসিএম মজুদ করছে। মন্ত্রক আরও বলছে, এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ৭ ডিসেম্বর কিয়েভ ও ইউক্রেনের কেন্দ্রের দিকে বড় আকারের হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের মন্ত্রক বলছে, ডিসেম্বরের হামলায় ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত ইউক্রেনের বিদ্যুৎ সরবরাহ অবকাঠামোর ক্ষতি করা। অপরদিকে, প্রাথমিক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এর বেশিরভাগই ইউক্রেন সফলভাবে প্রতিহত করতে পেরেছে। যুক্তরাজ্যের প্রতিবেদন মতে, এএলসিএম হামলায় ক্ষতির পরিমাণ ন্যুনতম হলেও এতে এক ব্যক্তি নিহত হন। ইতোমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি প্রথমবারের মতো লাতিন আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন।

বাজার দর

SENSEX : 69928.50 +102.93
NIFTY : 20997.10 +27.70

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °c	10.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .03 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .20 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষের প্রতিবাদে রাস্তায় হাজারো মানুষ

বার্লিন ঃ জার্মানিতে ক্রমবর্ধমান ইহুদিবিদ্বেষের ঘটনার প্রতিবাদ জানালেন হাজারো মানুষ। ব্রাসেলসেও প্রচুর মানুষ প্রতিবাদ জানালেন। বার্লিনে রোববার প্রবল বৃষ্টি পড়ছিল। তবে সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে গিয়ে আক্রমণ করার পর থেকে জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষের ঘটনা বেড়েছে। তারই প্রতিবাদে মিছিল করেন হাজারো মানুষ। এই মিছিলের প্রধান স্লোগান ছিল, 'এখন আর কিছুতেই নয়'। নাৎসি আমলে ইহুদিদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এই স্লোগান দেয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তিন হাজার দুইশর মতো মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তবে উদ্‌য়োক্তারা বলেছেন, ১০ হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেবেন। জার্মানিতে ইহুদিদের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ''আমি মনে করেন না, সবকিছু হাতের বাইরে চলে গেছে। এখনো সবকিছু ঠিক করার সুয়োগ আছে। তবে প্রথমে স্বীকার করতে হবে., গত কয়েক বছরে বেশ কিছু ভুল হয়েছে। এটাই তো স্বীকার করা হচ্ছে না।'' জার্মানিতে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ফিলিস্তিনপন্থি সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। কারণ, অতীতে বেশ কয়েকটি সমাবেশ থেকে ইহুদিবিরোধী স্লোগান উঠেছে। তাছাড়া স্কুল, সিনাগগ ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে। তবে রোববার বর্লিনে একটি ফিলিস্তিনপন্থি সমাবেশও হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সেখানে দুই হাজার পাঁচশ মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। ব্রাসেলসেও চার হাজার মানুষ ইহুদিবিদ্বেষের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এর আগে লন্ডন ও প্যারিসে এই ধরনের প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। ব্রাসেলসের সমাবেশে যোগ দিতে আসা মানুষরা বলেছেন, ইহুদিবিদ্বেষের প্রতিবাদ জানাবার জন্য ইহুদি হওয়ার দরকার হয় না। যে কেউ এই প্রতিবাদ জানাতে পারেন।

সোভিয়েত আমলের মূর্তি সরিয়ে ফেলছে ইউক্রেন

কিয়েভ ঃ শনিবার ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি বুলেভার্ড থেকে কর্তৃপক্ষ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এক কমান্ডারের মূর্তি সরিয়ে নিয়েছে। ইউক্রেন থেকে সোভিয়েত আমলের সব ধরনের স্মৃতিচিহ্ন সরিয়ে ফেলার উদ্যোগের অংশ হিসেবে এটি করা হয়। পৌরসভার কর্মীরা মাইকোলা স্কোরস নামক সোভিয়েত ফিল্ড কমান্ডারের মূর্তিটি সরানোর কাজে অংশ নেন। তিনি রুশ গৃহযুদ্ধের সময় এই পদে ছিলেন এবং তার মূর্তিটি ৫০ এর দশকে খোদাই করা হয়। মাইকোলার মূর্তিটি ক্রেনের মাধ্যমে তুলে একটি ট্রাকে বসানো হয়। এ সময় দর্শনার্থীদের ছোট একটি দল হাততালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। কিয়েভের প্রাদেশিক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পরিচালক মিখাইলো বুদিলভের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে এপি জানিয়েছে, রাশিয়া ও কমিউনিজমের প্রভাব থেকে (ইউক্রেনকে) মুক্ত করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ৬০টি স্মৃতিস্তম্ভ সরিয়ে নিয়েছি। নগর কর্মকর্তারা জানান, মূর্তিটি একটি যাদুঘরে সংরক্ষণ করা হবে। অধিকারকর্মীদের মাসব্যাপী প্রচারণার পর গত বছর ইউক্রেনের কৃষ্ণ সাগরীয় বন্দর ওদেসার কর্তৃপক্ষ ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের একটি সুপরিচিত মূর্তি সরিয়ে নেয়।

ব্লিংকেনঃ ইসরাইল গাজার বেসামরিক মানুষদের যথাসম্ভব রক্ষায় ব্যর্থ

নিউ ইয়র্ক ঃ হামাস জঙ্গিদের দমনে ইসরাইলের সবচেয়ে বড় সমর্থক যুক্তরাষ্ট্র রবিবার বলেছে, গাজায় বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের রক্ষার ব্যাপারে ইসরাইলি সেনা চেষ্টা করছে বলে ঘোষণা দিলেও তারা সেই কাজে ব্যর্থ হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন সিএনএন-এর 'স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন' অনুষ্ঠানে বলেন, বেসামরিক মানুষদের রক্ষা করা জরুরি, তবে ইসরাইলি সেনা গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সময় বেসামরিক মানুষকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চাইছে যাতে গাজায় আরও ত্রাণ দেয়া যায় এবং স্পষ্টভাবে কিছু জায়গা চিহ্নিত করা যেখানে ইসরাইল বেসামরিক মানুষকে আক্রমণ করবে না। ব্লিংকেন এবিসি চ্যানেলের 'দিস উইক' অনুষ্ঠানে বলেন, ইসরাইলি সেনার ঘোষণা আর ফলাফলের মধ্যে ফারাক আছে। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গাজায় ইসরাইলের বোমাবর্ষণে গত সাত সপ্তাহে ১৭ হাজার্রের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এর আগে হামাস জঙ্গিরা ৭ অক্টোবর ইসরাইলে অতর্কিত হামলায় প্রায় ১২০০ মানুষকে হত্যা করে এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করে। হামাসের কাছে এখনও প্রায় ১৪০ জন জিম্মি আছে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'। ব্লিংকেন বলেন, সবাই এই যুদ্ধের আশু সমাপ্তি চায় কিন্তু সেটা কখন হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে ইসরাইল। হামাস তাদের হামলা বন্ধ করতে পারে এবং বাকি জিম্মিদের মুক্তি দিতে পারে। তবে তিনি বলেন, সেনা অভিযান শেষ হলেও এটা শেষ হবে না। ফিলিস্তিনিদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন না হলে ইসরাইলের সাথে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হানেগবি বলেছেন, এ নাগাদ ইসরাইলি সেনা অন্তত ৭ হাজার হামাস জঙ্গিকে হত্যা করেছে, তবে ঐ হিসাব কিভাবে পাওয়া গেল, তা তিনি বলেননি।

মিয়ানমার থেকে পালানো ৩০০ রোহিঙ্গা মুসলিম ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছেছে

ইন্দোনেশিয়া (এজেন্সী) ঃ কয়েক সপ্তাহের সমুদ্র যাত্রা শেষে রবিবার সকালে ইন্দোনেশিয়ার একেবারে উত্তরে অবস্থিত আচেহ প্রদেশে ৩০০ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম বহনকারী দুইটি নৌকা ভিড়েছে। যাত্রীদের মধ্যে বিধ্বস্ত নারী ও শিশু রয়েছে। আচেহ বেসার রিজেন্সিতে অবস্থিত লামরেহ গ্রামের এক সমুদ্রতটে ১৩৫ যাত্রী নিয়ে একটি নৌকা পৌঁছায়। এটি প্রায় দেড় মাস সমুদ্রে ছিল। নৌকার যাত্রী ৩৪ বছর বয়সী শহিদুল ইসলাম জানান, তারা বাংলাদেশে অবস্থিত শরণার্থী শিবির ছেড়ে এখানে এসেছেন। নৌকা ডুবে যাচ্ছিল। আমাদের কাছে কোনো খাবার বা পানি ছিল না। অপর নৌকাটি ১৮০ যাত্রীসহ পিদিয়ে রিজেন্সির ব্লাং রায়া গ্রামের এক সমুদ্রতটে নোঙ্গর করে। যথোপযুক্ত রসদ ছাড়াই এটি প্রায় ২৭ দিন আন্দামান সাগরে ভেসে ছিল। নৌকার যাত্রী মাহমুদ হুসেইন (২৫) জানান, তিনি নৌকার মালিককে ৪০ হাজার টাকা (৩৬৩ ডলার) দিয়েছেন যাতে তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করতে পারেন। হুসেইন বলেন, আমরা ইন্দোনেশিয়া এসেছি, কিন্তু যদি অন্যান্য দেশ আমাদের সাহায্য করতে চায় তাহলে আমরা সেসব দেশে যেতে আগ্রহী। হুসেইন নিশ্চিত করেন, একই সময়ে বাংলাদেশ থেকে অপর একটি নৌকা আশ্রয়প্রত্যাশীদের নিয়ে রওনা হয়। তবে এটি নিখোঁজ রয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা সতর্ক করেছে, দ্রুত উদ্ধার করা না হলে নিখোঁজ নৌকার যাত্রীরা মারা যেতে পারেন। নভেম্বর থেকে শুরু করে দেড় হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রত্যাশী নৌকায় করে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে এসেছেন। আচেহ উতারা জেলা ও সাবাং দ্বীপের বাসিন্দারা কাউকে কাউকে তীরে ভিড়তে দেয়নি, যার ফলে মানবাধিকার সংস্থাগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শুক্রবার ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো এক বিবৃতিতে জানান, তার সরকার সন্দেহ করছে, গত কয়েক সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ায়, বিশেষত, আচেহ প্রদেশে রোহিঙ্গা মুসলমানদের অনুপ্রবেশের সংখ্যা বাড়ার কারণে মানব পাচার বেড়েছে।

চুক্তি

আমরা একটি ভালো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি

জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধের বিপক্ষে ওপেক, ক্ষুব্ধ ইউরোপীয় নেতারা

প্যারিস ঃ জাতিসংঘের জলবায়ু সম্পর্কিত শীর্ষ বৈঠকে জীবাশ্ম জ্বালানি বিষয়ক যে কোনো চুক্তির বিরোধিতা করতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জ্বালানি রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন ওপেক।

ফ্রান্সের জ্বালানিমন্ত্রী বলেছেন, ওপেক-এর এমন অবস্থান ''ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোকে আরো বিপন্ন করে তুলবে।'' এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন কপ ২৮। এই সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি বিষয়ক যে কোনো চুক্তির বিরোধিতা করতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ওপেক আহ্বান জানানোর পর, শনিবার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জার্মানি, স্পেন এবং ফ্রান্সের নেতারা। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসার অঙ্গীকার করে একটি খসড়া তৈরি করেছেন জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেয়া বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা। এরপরই গত সপ্তাহে ১৩ সদস্য ও রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন ১০ মিত্র দেশের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন ওপেক মহাসচিব হাইথাম আল ঘাইস। চিঠিতে, 'জীবাশ্ম জ্বালানিকে লক্ষ্য করে নেয়া যে কোনো উদ্যোগের বিরোধিতা করতে' অনুরোধ করেন ঘাইস। জার্মানির জলবায়ু দূত জেনিফার মর্গান বলেছেন, জীবাশ্ম জ্বালানি বিষয়ক আলোচনা ভেস্তে দেয়ার আহ্বান বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোকে আরো ক্ষতির মুখে ঠেলে দেবে।

তিনি আরো বলেন, ''এসব দেশগুলো এখন টিকে থাকার লড়াই করছে।'' এমন বাস্তবতায়, এমন আহ্বান কোটি মানুষের জীবনকে বিপন্ন করা বলেও মনে করেন তিনি। ''যখন আমি আমার হৃদয়ে থাকা ছোট দ্বীপগুলোর কথা ভাবি, তাদের কথা কানে বাজে এবং তারপর যখন আমি ওপেকের এই চিঠির কথা শুনি, তখন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হই'', বলে জানান তিনি। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক বলেছেন, যেসব দেশ তেল ও গ্যাসের উপর খুব বেশি নির্ভর করে, তারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। দুবাইয়ে শনিবার বেয়ারবক আরো বলেন, ''জীবাশ্ম জ্বালানির বিশ্ব থেকে বেরিয়ে আসার উপায়'' খোঁজা হচ্ছে। ওপেকের কড়া সমালোচনা করে জার্মানির শীর্ষ এই কূটনীতিক আরো বলেন, এটি কঠিন হয়ে উঠছে কারণ, এখনও কিছু দেশ আছে যারা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারে ভূ রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং 'ক্ষমতার রাজনীতি' পছন্দ করে।

ওপেক-এর এমন সিদ্ধান্তের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ফ্রান্সের জ্বালানিমন্ত্রী অ্যাগনেস পানিয়ের রুনাশের এবং স্পেনের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী। ফরাসি জ্বালানিমন্ত্রী বলেন, ''ওপেক-এর চিঠির কথা শুনে আমি বিস্মিত এবং আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি।'' তিনি বলেন, ওপেক এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে ভঙ্গুর দেশগুলো ও ওইসব দেশে বসবাসরত দরিদ্র মানুষের জীবনকে আরো বিপন্ন করে তুলতে চাইছে।

এমন আহ্বানে প্রভাবিত না হয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে আহ্বান জানিয়েছেন এই ফরাসি মন্ত্রী। তিনি বলেন, জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধে একট কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। স্প্যানিশ মন্ত্রী রিবেরা বলেন, ''আমি মনে করি, এটি খুব অগ্রহণযোগ্য বিষয়, ওপেকভুক্ত দেশগুলোর যেখানে থাকা উচিত সেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসার ওপর জোর দিচ্ছে।''

কপ ২৮ মহাপরিচালক মজিদ আল-সুওয়াইদি অবশ্য ওপেক-এর চিঠি নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন নন। তিনি বলছেন, সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণে আলোচনা চলছে। বার্তা সংস্থা এপিকে তিনি বলেন, ''আমরা একটি ভালো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।''

প্রাথমিক শিক্ষক ও তার স্ত্রী'র হাতপা বেধে মারধর করে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো ইংরেজবাজার থানার লক্ষীপুর এলাকায়

মালদা ঃ প্রাথমিক শিক্ষক ও তার স্ত্রী'র হাতপা বেধে মারধর করে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো ইংরেজবাজার থানার লক্ষীপুর এলাকায়। সাড়ে চার ভরির সোনার অলংকার সহ লক্ষাধিক টাকা লুঠ করেছে ডাকাত দল বলে অভিযোগ। ডাকাত দলের হামলার জেরে গুরুতর জখম হয়েছেন বাড়ির গৃহকর্তা পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক আনোয়ার হোসেন । তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শুক্রবার মধ্যরাতে এই ঘটনার পর শনিবার ভোর থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে লক্ষীপুর গ্রামে । আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, জানালার গ্রিল কেটে ডাকাত দল ওই শিক্ষকের বাড়িতে ঢুকেই লুটপাঠের ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আশেপাশে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক আনোয়ার হোসেন লক্ষীপুর গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারে তাঁর নাবালক ছেলে এবং স্ত্রী তনুজা পারভীন রয়েছে। এদিন গভীর রাতে আট থেকে দশ জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতির দল ওই শিক্ষকের বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে পড়ে । এরপর শিক্ষক দম্পতিকে হাতপা বেঁধে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের হাতে হাসুয়া এবং ধারালো অস্ত্র ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। এরপর ওই শিক্ষকের ঘর থেকেই আলমারি ভেঙ্গে নগদ তিন লক্ষ টাকা , সাড়ে চার ভরি সোনার গয়না সব আরো বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস লুঠ করে ডাকাত দল। সেই সময় ওই শিক্ষক ও তার স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাতেই ওই দম্পতি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।আক্রান্ত গৃহবধূ তনুজা পারভীন পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, ওরা জানালার গ্রিল কেটে কিভাবে ভেতরে ঢুকলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে ৮ থেকে ১০ জন দুষ্কৃতি হাতে হাসুয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল । এরপর আমাদের মারধর করে ঘরের আলমারি ভেঙে নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং সাড়ে চার ভরি সোনার গয়না লুঠ করে। আরো বেশ কিছু ঘরোয়া সামগ্রী চুরি করেছে ডাকাত দলটি। ওরা আমার স্বামীকে বেধড়কমেরেছে । গুরুতর জখম অবস্থায় স্বামী মেডিকেল কলেজে ভর্তি। এই ঘটনার পর চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।এদিকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যেই এলাকায় চুরি , ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটছে । তবে লক্ষীপুর গ্রামে এই প্রথম এত বড় ডাকাতির ঘটনা ঘটলো। মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুক পুলিশ এই দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি এই গ্রামে পুলিশি টহলদারি আরো জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, বিভিন্ন সূত্র ধরে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আশেপাশের সিসিটিভির ফুটেজ দেখেও দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

গ্রাহক সেজে দোকানে ঢুকে চুরি করার চেষ্টা । হতেনাতে ধরা পড়লো চোর

উত্তর দিনাজপুর ঃ গ্রাহক সেজে দোকানে ঢুকে চুরি করার চেষ্টা । দোকানের কেশ বাক্স থেকে টাকা চুরি করতে গিয়ে হতেনাতে ধরা পড়লো চোর । শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া থানার কালাগছ বাজার এলাকার। এদিন কালাগছ বাজার এলাকার একটি লাইব্রেরী দোকানে গ্রাহক সেজে দোকানে ঢুকে চোর । সুযোগ বুঝে কেশ বাক্স থেকে টাকা বের করতে থাকে , সেই সময় দোকান মালিক হাতে নাতে ধরে ফেলে চোরকে। ঘটনাটি জানা জানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । উত্তেজিত জনতা চোরকে আটক করে রেখে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ, । ওই চোরকে উদ্ধার করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

চম্পাসারি থেকে এক কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগে এক মহিলা সহ দুই জন গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ চম্পাসারি থেকে এক কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগে এক মহিলা সহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা হলেন পূজা দাস ও নজরুল ইসলাম। পুলিশ সূত্রে খবর, কিশোরীর বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন পূজা। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল মেয়েটি। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবারের পক্ষ থেকে। রাতেই প্রধান নগর থানার পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ স্ক্যান করে অভিযুক্তকে কোচবিহারের শীতলকুচি থেকে উদ্ধার করে। অভিযুক্ত দুজনকেই আজ শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ।

আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে হ্যালিপাডে শুক্রবার পরীক্ষামূলক ভাবে হেলিকপ্টার নামানো হল

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে হ্যালিপাডে শুক্রবার পরীক্ষামূলক ভাবে হেলিকপ্টার নামানো হল। আগামী নয় ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলায় আসছে মুখ্যমন্ত্রী। সুত্রের খবর বাগডোগড়া থেকে হাসিমারা বায়ুসেনা বিমান ঘাটিতে বিশেষ বিমানে করে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী এবং সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে হেলিকপ্টারে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে তিনি থাকবেন এবং দশ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন। এদিন পরীক্ষামূলক ভাবে হেলিকপ্টার প্যারেড গ্রাউণ্ডে হ্যালিপাডে নামানো হয় ।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে পায়ে হেঁটে অসমের লক্ষিমপুর থেকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে দুই যুবক

জলপাইগুড়ি ঃ পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে পায়ে হেঁটে অসমের লক্ষিমপুর থেকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে দুই যুবক।আগামী ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের প্রস্তাবিত দিন।সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অসমের লক্ষিমপুর থেকে প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে অযোধ্যায় পৌছাবে লক্ষিমপুরের নীতিন দাস এবং উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা অজয় মিশ্র।গত ৯ নভেম্বর অসমের লক্ষিমপুর থেকে যাত্রা শুরু করছেন এই দুই যুবক। গন্তব্য অযোধ্যার রাম মন্দির। ইতিমধ্যে তারা দুজনে এসে পৌঁছেছে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়। পথে চলতে চলতে কখনো মন্দির, পেট্রোল পাম্প ,কখনো আবার বিশ্রামাগার তাদের সাময়িক আস্তানা।জানা গিয়েছে, নীতিন দাস সাইকেল চালিয়ে এর আগে কেদারনাথ সফর সেরেছেন।সেসময় কেদারনাথে উত্তর প্রদেশের যুবক অজয় মিশ্রের সাথে তার পরিচয় হয়।পরিচয় হতেই দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে তারা পায়ে হেঁটে অযোধ্যার রাম মন্দির যাবেন।সাইকেল চালিয়ে গেলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তেমনভাবে কথা বলা হয়ে ওঠেনা, সেজন্য সাধারণ মানুষকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে পায়ে হেঁটেই যাত্রার সিদ্ধান্ত।পরিবেশ রক্ষার্থে যাতে ৫০ মাইক্রোনের নীচে প্লাস্টিক ব্যবহার না করা হয়। পাশাপাশি জল খেয়ে জলের বোতল যেখানে সেখানে না ফেলে যাতে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হয় । পথে চলতে চলতে সাধারণ মানুষকে এই বার্তা দিচ্ছে দুই যুবক।

৮ ডিসেম্বর ২০২৩ কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী সমাবেশ

কলকাতা ঃ একাধিক পলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ মহুয়া মিত্র সহ একাধিক বিষয় প্রতিক্রিয়া দিলেন সুজন চক্রবর্তী।

মাননীয় মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কলেজ শিক্ষাকর্মীদের কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যার দাবীসনদ নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিবকে আবেদন জানিয়েছিলাম। প্রায় একদশক অধিক সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন আধিকারিকের নিকট বহুবার আবেদন নিবেদন করেছি সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য। সচিব পর্যায়ে কখনও সাক্ষাতের মাধ্যমে, কখনও লিখিত দাবী সনদ উচ্চশিক্ষা বিভাগে অফিস মারফৎ শিক্ষা সচিবের নিকট। কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। কার্যত কলেজের প্রশাসনিক কাজকর্ম টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে যদি না রাজ্য সরকার শূন্যপদগুলি পূরণ করেন, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা সামান্য নামমাত্র বেতনে কাজ করে যাচ্ছেন, তাই তাদের স্থায়ীকরণ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত দাবীসনদ ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে অনুষ্ঠিত শিক্ষাকর্মী সমাবেশ থেকে উত্থাপিত দাবিসমূহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও বিভিন্ন আধিকারিকদের কাছে পেশ করছি এবং প্রতিটি দাবী যাতে কার্যকরী হয় এবং সেই বিষয়ে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সুবিচার আশা করছি। আশা করি আমাদের এই কর্মসূচীর সংবাদ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া আমাদের সহযোগিতা করবেন।

এবার ধসের কবলে শিক্ষা কেন্দ্র। আতঙ্ক এলাকা জুড়ে। ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব এলাকাবাসী

পাণ্ডবেশ্বর ঃঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউমের' প্রভাবে চলছে প্রবল নিম্নচাপ। সেই বৃষ্টির জেরে মাটি আলগা হয়ে ধস নামলো খনি এলাকার বিদ্যালয়ে। বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুর মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ছুটির পর মিডডে মিলের রান্নাঘরের সামনেই নামলো ধস। আকারে ছোট হলেও গভীর গর্তে পরিণত হয়েছে। আর সেই গর্তে দেখা যাচ্ছে জল। এই ঘটনা জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে। খনিগহ্বর থেকে কয়লা উত্তোলনের পর ফাঁকা অংশ বালি দিয়ে ভরাট না করার জন্যই বারেবারে ধসের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এই ঘটনা ঘটছে ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ড লিমিটেডের গাফিলতির জেরে বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুভাষ ব্যানার্জি অভিযোগ তোলেন তারা এই ঘটনা জানতে পেরে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের আধিকারিকদের জানিয়েছেন। কিন্তু এখনও কোন আধিকারিক এসে পৌঁছাননি। পঞ্চায়েত সদস্য গোপীনাথ নাগ অভিযোগ তোলেন বারে বারে ধসের ঘটনা ঘটছে ইসিএলএর গাফিলতির জেরে। যে কোন মুহূর্তে বড়োসড়ো ধসের ঘটনাও ঘটতে পারে। কয়লা উত্তোলনের পর বালি দিয়ে ভরাট করছে না ওঁরা। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক অন্যথায় তাঁরা আন্দোলনের পথে হাঁটবেন।

মহেশতলায় বলপূর্বক ড্রেন করার জন্য জমি দখলের অভিযোগ পৌরসভার বিরুদ্ধে, রাতের অন্ধকারে ভেঙ্গে দেওয়া হয় কারখানার একাংশ অভিযোগ ব্যবসায়ীর

মহেশতলা ঃ মহেশতলার পুরাতন ডাকঘরে মনিশ সুদ নামে এক ব্যবসায়ী অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে পুরাতন ডাকঘর পেট্রোল পাম্পের পাশেই তাদের একটি জায়গা রয়েছে। জায়গাটি তার দাদুর নামে রয়েছে। সেই জায়গাতে তাদের একটি কারখানা ছিল এবং বর্তমানে সেই জায়গাটি ভাড়া দেওয়া রয়েছে বলে জানান তিনি। ব্যবসায়ীর অভিযোগ মহেশতলা পৌরসভার তরফে কোন নোটিশ ছাড়াই গত ৩০ শে নভেম্বর রাতে মহেশতলা পৌরসভার পক্ষ থেকে ড্রেন করার জন্য ভাঙার কাজ শুরু হয়। ভাঙতে গিয়েই তার কারখানার বেশ খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ে। তার প্রশ্ন পৌরসভার কাজ দিনে না করে রাতে অন্ধকারে কেন করতে হলো? তার আরো অভিযোগ ১৪৪ থাকার সত্বেও সেই জায়গায় পৌরসভার লোকজন কেনো কাজ করছে। গোটা ঘটনায় মহেশতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। যদিও এই বিষয়ে মহেশতলার বিধায়ক তথা পৌর প্রধান দুলাল দাস জানান মনিশ সুদ নামে কোন ব্যবসায়ী নেই। ওই জায়গাটি তার নামেও নেই। তার দাদুর নামে রয়েছে।ড্রেন করার জন্য পৌরসভার তরফে ভাঙ্গা হয়েছে। যে জায়গাটি ড্রেন করার জন্য ভাঙ্গা হয়েছে সেই জায়গাটি পৌরসভার জায়গা। এবং জরুরী ভিত্তিতে দিনে এবং রাতে কাজ করা হয়েছে। যাতে তাড়াতাড়ি ড্রেনের কাজ সম্পন্ন হয়।

কোচবিহারে চলছে চোরদের রাজত্ব। ঘটেই চলেছে একের পর এক সোনার দোকানে চুরির ঘটনা। ছবি ধরা পরল সিসিটিভিতে

কোচবিহার ঃ পুন্ডিবাড়ীর পর এবার কোচবিহারের বাবুরহাটে সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। আতঙ্কে রয়েছে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। সিসিটিভি তেও ধরা পড়েছে চুরির ঘটনার ছবি। গত দুদিন ধরে একের পর এক সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। গত বুধবার রাতে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের পুন্ডিবাড়ী থানা থেকে ঢিল ছড়াগুলোতে পুন্ডিবাড়ি বাজারে দুটি সোনার দোকানের চুরির ঘটনা ঘটে। গত এক বছর আগে ওই দোকানগুলিতেই চুরির ঘটনা ঘটেছিল। গতকাল রাতে কোচবিহার কোতোয়ালি থানা এলাকায় বাবুরহাট বাজারে পরপর তিনটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। আজ সকালে দোকান খুলতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা দেখতে পান তিনটি সোনার দোকানের সর্বস্ব লুট করেছে চোরেরা। সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে চোরেদের কার্যকলাপ।

চোরাশিকার ঠেকাতে এবং পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে নজর দিতে সিসিটিভির ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হলো আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট

মালদা ঃ চোরাশিকার ঠেকাতে এবং পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে নজর দিতে সিসিটিভির ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হলো আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট। শীতের মরশুমে দেশবিদেশের বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিদের দল ভিড় শুরু করেছে এই আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে। আর এই সময় মূল্যবান পরিযায়ী পাখিদের ধরতেই চোরা শিকারিদের উৎপাত বেড়ে যায় বলে অভিযোগ। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে এই প্রথম গোটা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে অন্তত ২৫ টি সিসি ক্যামেরায় বসিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে। সেখানে থাকা হরিণ সহ অন্যান্য পশুদের ক্ষেত্রেও যাতে অবাঞ্ছিত কোনো রকম খাবার পর্যটকেরা দিতে না পারে সেদিকেও এই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তদারকি চালাবে বনদপ্তর।

মালদার বিভাগীয় বনাধিকারিক জিজু জেসফার জোসেফ জানিয়েছেন, আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে চোরাশিকারিদের উৎপাত ঠেকাতেই সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ডিয়ার ফরেস্টে পর্যটকদের গতিবিধির উপরেও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেই নজরদারি রাখা হবে।

উল্লেখ্য, মালদার গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কয়েক একর জমির ওপর অবস্থিত রয়েছে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টটি। বর্তমানে এই ডিয়ার ফরেস্টে ৬০টি'রও বেশি চিতল সহ উন্নত প্রজাতির হরিণ রয়েছে। এছাড়াও নীলগাই, খরগোশ সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী রয়েছে এই ডিয়ার ফরেস্টে। প্রতিবছর শীতের মরশুমে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে দেশবিদেশের অসংখ্য পরিযায়ী পাখির দল বাসা বাঁধে এবং প্রজনন ঘটায়। এছাড়াও আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে কয়েক বিঘা জমির ওপর রয়েছে একটি বিশাল বিল। সেখানেও বিভিন্ন ধরনের পাখিদের দল মাছ ধরতে আসে। আর এইসব পরিযায়ী পাখিদের ধরতেই তৎপর হয়ে উঠেছে চোরা শিকারিদের দল। এইসব পরিযায়ী পাখিগুলো ধরার পর সেগুলি খোলা বাজারে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ ।সেই সব পাখির মাংসের চাহিদা রয়েছে ব্যাপক। ফলে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টসংলগ্ন খাল, বিলে এখন পরিযায়ী পাখিদের ধরতেও মরিয়া হয়ে উঠেছে চোরাশিকারীরা বলে অভিযোগ। সেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বনদপ্তর গোটা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে সরকারি নির্ধারিত মূল্যে টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। শীতের মরশুমে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের আশেপাশে প্রতিদিনই পিকনিকের আসর বসতে শুরু করেছে। এই ভিড়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কখনো সখনো চোরাশিকারদের দল অপরাধমূলক কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে বলে অভিযোগ। এছাড়াও পর্যটকেরা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের প্রবেশ করার পর, সেখানে থাকা খাঁচাবন্দী বন্যপ্রাণীদের ক্ষেত্রে কোন রকম ভাবে অবাঞ্ছিত খাবার দিচ্ছে কিনা সেটিও অনেক সময় খতিয়ে দেখতে সমস্যায় পড়তে হয়। সেইসব দিকে নজরদারি চালাতেই এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে বনদপ্তর।

মালদার বিভাগীয় বনাধিকারিক জিজু জেসফার জোসেফ জানিয়েছেন, শুধু বন্যপ্রাণী নয়, পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সেটি নির্দিষ্ট একটি অফিস রুম থেকে মনিটরিং করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ডিয়ার ফরেস্টের আশেপাশে কোথাও যাতে চোরাশিকারীর দল যাতে অপকর্ম না করতে পারে, সেদিকেও মূলত বিশেষভাবে নজরদারি রাখা হচ্ছে।

খ্যালি ব্যাড়ি থেকে লক্ষ্যাধিক টাকার গয়না, টিভি ইত্যাদি চুরি, একজন গ্রেফতার

মালদা ঃ গৃহস্থের বাড়িতে লক্ষাধিক টাকার অলংকার, টিভিসহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রি চুরির ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ালো পুরাতন মালদা থানার মহানন্দা কলোনি বিনপাড়া এলাকায়। শুক্রবার সকালে নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে ফিরে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন তাদের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। এরপরই বাড়ির গৃহকর্তা দিলীপ মন্ডল রাস্তায় দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পান তাদের বাড়ির চুরি যাওয়া একটি বড় টিভি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে এক যুবক। আর তখনই তাকে হাতেনাতে ধরে শুরু করে উত্তমমধ্যম। এরপর এই যুবক দিলীপবাবুর বাড়ি থেকে চুরির ঘটনার কথা স্বীকার করে। এই ঘটনার পর এলাকায় শোরগোল পড়ে যেতেই তদন্তে আসে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বাপ্পা ঘোষ নামে এক যুবককে আটক করেছে। যদিও চুরি যাওয়া দুই ভরি সোনার অলংকার, নগদ পাঁচ হাজার টাকা উদ্ধার করতে পারে নি পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন পুরাতন মালদা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা কলোনি বিনপাড়া এলাকার বাসিন্দা দিলীপ মন্ডল ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এরপরেই বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ এই দুষ্কৃতীরা দরজা ভেঙে সমস্ত কিছু চুরি করে বলে অভিযোগ।

ওই বাড়ির গৃহকর্তী প্রিয়া মন্ডল জানিয়েছেন, এলাকায় নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ঘরের আলমারি ভেঙে দুই ভরি সোনার অলংকার, নগদ পাঁচ হাজার টাকা, দেওয়াল টিভি সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছে। যার মুল্য কয়েক লক্ষ টাকা। এদিন সকালে আমরা বাড়িতে আসি দেখি ঘরের মধ্যে সমস্ত কিছু ওলটপালোট হয়ে পড়ে রয়েছে। তখনই বিষয়টি বুঝতে পারি । সেই সময় বাড়ির এক কর্তা রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন চুরির ব্যাপারে লোককে জানাতে। তখন বাপ্পা ঘোষ নামে ওই যুবক আমাদের বাড়ির একটি টিভি মাথায় করে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল । সেই সময় তাকে ধরে জিজ্ঞেস করতেই সে চুরির ঘটনাটি স্বীকার করে। তার সঙ্গে আরো অনেকেই জড়িত রয়েছে। এদিকে মহানন্দা কলোনী এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় মাদকাসক্তদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়েই হামেশাই এই ধরনের চুরি ছিনতায়ের ঘটনা ঘটছে। এব্যাপারে পুলিশকে আরো তৎপর হওয়া উচিত।পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, যার বাড়িতে চুরি হয়েছে তিনি পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। এই চুরির ঘটনার অভিযোগে পরিপ্রেক্ষিতে একজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

অকাল বৃষ্টির ফলে মাথায় হাত মালদার আলু চাষিদের

মালদা ঃঅগ্রহায়ণে অকাল বৃষ্টির ফলে মাথায় হাত মালদার আলু চাষীদের।টানা একদিনের হালকা বৃষ্টির ফলে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক এবং মহিষবাথানি এই দুটি অঞ্চলে কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে আলু উৎপাদন হয়ে থাকে।এই মুহূর্তে ধান জমি থেকে তোলার কাজ শেষ হয়েছে,আলুর বীজ বপন করার সময় তবে অকাল বৃষ্টির ফলে ঘুম কেড়েছে কৃষকদের। মাথায় হাত, কারণ ব্যাংক থেকে কৃষি লোন নিয়ে বিঘার পর বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন পুরাতন মালদার আলু চাষীরা। অকাল বৃষ্টির ফলে অধিকাংশ আলুর বীজ মাটিতে পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কুরে কুরে খাচ্ছে কৃষকদের মনে।

সুজয় কে ছাড়বে না এসএসকেএম হাসপাতাল

কলকাতা ঃ কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ইডিকে, সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল নয়, এমনটাই ইডি সূত্রের খবর। সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে ছাড়া যাবে না ক্কক্কাগ্ব হাসপাতাল থেকে এমনটাই জানিয়ে দিল, ক্কক্কাগ্ব হাসপাতাল খবর সূত্রের। ক্কক্ক তরফ থেকে হাসপাতালকে বলা হয়েছে যেহেতু কালীঘাটের কাকুকে ছাড়া হচ্ছে না যাবতীয় রিপোর্ট, তার আগের মেডিকেল রিপোর্ট এবং বর্তমান মেডিক্যাল রিপোর্ট দিয়ে SSKM কর্তৃপক্ষকে লিখিত আকারে ব্যাখ্যা দিতে হবে।কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন এত টালবাহানা লিখিত ব্যাখ্যা দিতে হবে SSKM কে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

पुरुष नसबंदी अभियान 2023

"स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, जब पति का हो परिवार नियोजन में योगदान अच्छा"

जोड़ी ज़िम्मेदार
जो प्लान करे परिवार

पुरुष नसबंदी

पुरुष नसबंदी अपनाओ सुख, समृद्धि और खुशियां पाओ

- स्थाई, प्रभावी एवं आसान विधि है।
- काम–काज पर कोई फर्क नहीं मर्दानगी और जोश भी पहले जैसा
- पुरुष नसबंदी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा मुफ्त किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए निःशुल्क डायल करें
झारखण्ड सरकार
104
चिकित्सा सलाह
24x7 Health Information Helpline

झारखण्ड सरकार
108
24x7 एम्बुलेंस सेवा
निःशुल्क आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा

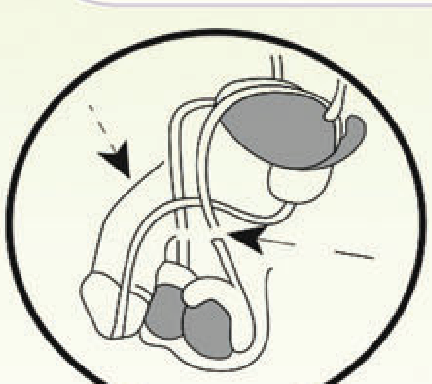

पुरुष नसबंदी

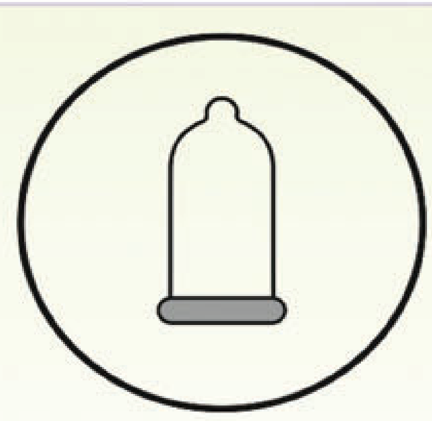

कंडोम

अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के जिला अस्पताल अथवा अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/ए.एन.एम./सहिया से सम्पर्क करें।

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

स्वस्थ झारखण्ड सुखी झारखण्ड

সম্পাদকীয়

বাইডেনের আমন্ত্রণে জেলেনস্কি অ্যামেরিকায়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে সোমবার অ্যামেরিকা যাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ইউক্রেনকে সাহায্য করা নিয়ে বাইডেনের সঙ্গে রিপাবলিকানদের সংঘাত চলছে। হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানে তারা ইউক্রেন ও ইসরায়েলকে দেয়ার জন্য বাইডেনের ১০ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের প্যাকেজ এখনো অনুমোদন করেনি। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, কংগ্রেসে এই প্যাকেজ অনুমোদিত না হলে, অ্যামেরিকা আর ইউক্রেনকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। এর ফলে রাশিয়ার সুবিধা হবে। এই পরিস্থিতিতে জেলেনস্কি অ্যামেরিকায় আসছেন এবং বাইডেনের সঙ্গে তিনি ইউক্রেনকে সামরিক ও অর্থসাহায্যের

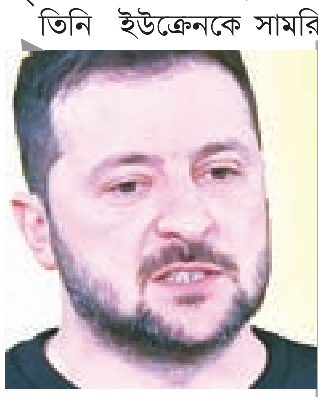

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। জেলেনস্কি প্রথমে আর্জেন্টিনা গেছেন, সেখানে নতুন প্রেসিডেন্টের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তারপর তিনি অ্যামেরিকা যাবেন। সূত্র উদ্ধৃত করে বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানাচ্ছে, মঙ্গলবার জেলেনস্কি সেনেটরদের কাছে ভাষণ দেবেন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি রোববার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, জেলেনস্কি ও বাইডেনের মধ্যে বৈঠক হবে। তারা এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য করা নিয়ে আলোচনা করবেন। এই বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের অফিস জানিয়েছে, এই সফরে জেলেনস্কি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন ইউক্রেন ও অ্যামেরিকার মধ্যে সামরিক সহযোগিতা নিয়ে। বিশেষ করে অস্ত্র তৈরির যৌথ প্রকল্প ও এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে আলোচনা হবে। আগামী দিনে দুই দেশ কী ভাবে একে অপরকে সহয়োগিতা করবে, সেই বিষয় নিয়েও কথা হবে। রিপাবলিকান সেনেটাররা বাইডেনের ১০ হাজার ছয়শ কোটি ডলারের প্যাকেজ অনুমোদন করেননি। তারা এর সঙ্গে অভিবাসীনীতির বদল ও অভিবাসীদের সাহায্য করার বিষয়টিও জুড়তে চাইছেন। বাইডেন সেনেটরদের এই তহবিল অনুমোদন করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি এটাও বলেছেন, আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ ইউক্রেনকে সাহায্য করা যাবে। তার মধ্যে নতুন প্যাকেজ অনুমোদিত না হলে ইউক্রেনকে আর সাহায্য করা সম্ভব হবে না। রোববার জেলেনস্কি আর্জেন্টিনায় হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরব্যানের সঙ্গে দেখা করেন। রয়টার্স জানাচ্ছে, হাভাসি মেল মারফৎ তাদের জানিয়েছেন, অরব্যান জেলেনস্কিকে বলেছেন, ইইউ তে ইউক্রেনকে সামিল করা নিয়ে সমানে আলোচনা হচ্ছে। ইঅক্রেনকে ইইউ তে সামিল করতে গেলে সবকটি দেশকে একমত হতে হবে। হাভাসি হলেন অরব্যানের প্রেস সংক্রান্ত প্রধান। আগামী সপ্তাহে ইইউর বৈঠক আছে।

নতুন অভিবাসন আইন নিয়ে ফ্রান্সে তীব্র বিক্ষোভ

ডিপোর্টেশন বা প্রত্যাবাসনের কঠোর ব্যবস্থা রেখে ফ্রান্সের অভিবাসন আইনে বদল আনতে চান প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ। এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন অভিবাসী ও শরণার্থীরা।

নতুন এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়েছে গোটা ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রান্তে। রোববার দুপুরে দক্ষিণ প্যারিসে এক বিশাল মিছিল বের করা হয়। আইনের বিরোধিতা করা হয় ওই মিছিল থেকে। মিছিলের সামনে হাতে মেগা ফোন নিয়ে হাঁটছিলেন আহমেদ সিবি। মালি থেকে পাঁচ বছর আগে ফ্রান্সে আশ্রয় নিতে এসেছিলেন ৩৩ বছরের সিবি। দক্ষিণ প্যারিসে আন্দোলনের অন্যতম মুখ তিনি।

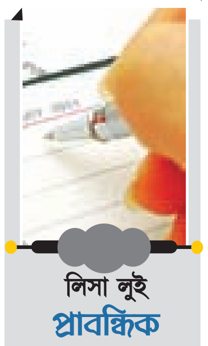

লিসা লুই
প্রাবন্ধিক

সমস্ত 'নোংরা' কাজের দায়িত্বে

তিনি জানান, ডাস্টবিন পরিষ্কার, অফিসে এবং বাড়িতে পরিচারিকার কাজ, বাসন মাজার কাজ এই ধরনের বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে হচ্ছে আশ্রয়প্রার্থীদের। অথচ বিমা থেকে শুরু করে কোনোরকম সুযোগসুবিধা তারা পান না। তাদের কাগজ এখনো তৈরি হয়নি। ফরাসি নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমস্ত নোংরা কাজ করেও

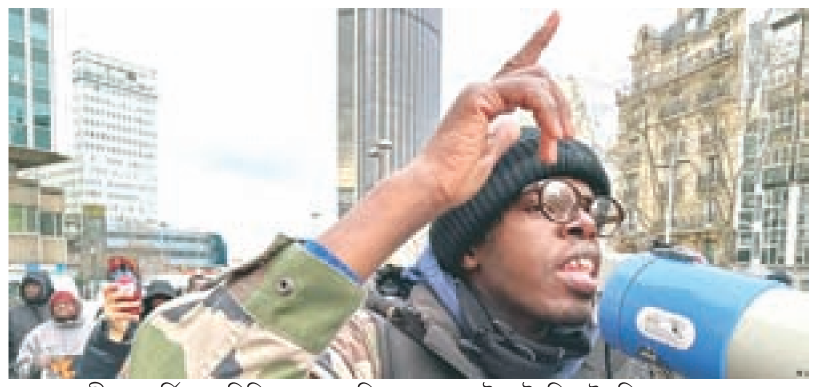

তাদের জীবন দুর্বিষহ। মিছিলের একাধিক প্ল্যাকার্ডে এ বিষয়ে লেখা ছিল। সংবাদমাধ্যমকে এ নিয়ে আলাদা করে বলেছেন আহমেদ।

প্যারিসে অভিবাসীদের রাস্তায় রাত্রিযাপন

আহমেদের বক্তব্য, আশ্রয়প্রার্থীদের দিয়ে আগামী বছরের প্যারিস অলিম্পিকের কাজও করানো হচ্ছে। স্টেডিয়াম তৈরি এবং সংস্কারের কাজ করানো হচ্ছে. অথচ তাদের বৈধ কাগজপত্র দেয়া হচ্ছে না।

পার্লামেন্টে আলোচনা

সোমবার ফ্রান্সের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে বিলটি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। তবে আইন হওয়ার জন্য উচ্চকক্ষ এবং প্রেসিডেন্টের সই প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামী বছরের গোড়ায় বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে। ফরাসি রাজনীতিকদের একাংশের বক্তব্য, বাম এবং দক্ষিণপন্থিদের সঙ্গে আপস মীমাংসার মাধ্যমেই এই বিল তৈরি হয়েছে।

কী আছে বিলে

বিলে কী আছে, তা এখনো সম্পূর্ণ জানা যায়নি। তবে এখন পর্যন্ত পাওয়া কিছু তথ্য অনুযায়ী আইনে আশ্রয় আবেদন প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হচ্ছে। আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে আপিলের জন্য অপেক্ষার সময়ও কমিয়ে আনা হবে। সেই সঙ্গে ফ্যামিলি রিইউনিয়ন বা পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসা প্রক্রিয়াও কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ, ফ্রান্সে পরিবারের কোনো সদস্য থাকলে তার পক্ষে অভিবাসন পাওয়া নতুন আইনে আগের চেয়ে জটিল হতে পারে। এছাড়া ফ্রান্সে চিকিৎসার জন্য আসার রাস্তাও কঠিন করা হচ্ছে। আগে ১৩ বছরের কম বয়সিদের ডিপোর্ট করা হতো না। এবার সেই আইনেও বদলের কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত নিয়মকেই চ্যালেঞ্জ মনে করছেন অভিবাসনপ্রত্যাশী ও শরণার্থীরা।

বিমান চলাচল পরিবেশবান্ধব করার চেষ্টা

মার্কুস ব্যোনিশ

আকাশপথে চলাচল পরিবেশবান্ধব নয়। বিমান থেকে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবেশের ক্ষতি করে। এ থেকে পরিত্রাণের বিভিন্ন উপায় খুঁজছেন প্রকৌশলীরা। এর মধ্যে একটি, হাইড্রোজেন ইঞ্জিন দিয়ে ফ্লাইট পরিচালনা।

জার্মানির 'এইচটুফ্লাই' কোম্পানির কর্মীরা দুই বছর ধরে এ লক্ষ্যে কাজ করছেন। কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ইওসেফ কালো জানান, ''আমাদের প্রযুক্তি পরীক্ষা করার প্ল্যাটফর্মের নাম এইচআইফোর। আমরা হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ব্যবহার করি, যেটা বৈদ্যুতিক মোটরকে বৈদ্যুতিক শক্তি দেয়। নতুন এই সংস্করণে ফুয়েল সেলকে হাইড্রোজেন দিতে প্রেসারাইজড ট্যাঙ্কের পরিবর্তে তরল ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়, যার ধারণক্ষমতা বর্তমানের চেয়ে তিনগুণ বেশি।''

খারাপ আবহাওয়ার কারণে ইওসেফ কালোর দলকে কয়েকবার টেস্ট ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে। তবে আজকের দিনে সব ঠিক আছে।

ইওসেফ কালো বলেন, ''তরল হাইড্রোজেনের কারণে অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়ার সুযোগ আছে, যা এভিয়েশন খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।''

তাদের প্রকল্পের উপর সবাই নজর রাখছে, কারণ এয়ারবাসের মতো বড় কোম্পানিকেও ভবিষ্যতে উড়াল পরিবেশবান্ধব করতে তরল হাইড্রোজেনের উপর নির্ভর করতে হবে। এইচটুফ্লাই

কোম্পানি যদি এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে চায় তাহলে তাদের সিস্টেম আরও ছোট ও কমপ্যাক্ট করতে হবে। দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ডিও৩২৮ টাইপের এই যাত্রীবাহী বিমানের জন্য তাদের একটি উপায় বের করতে হবে। ৩৩ আসনের এই বিমানের নির্মাতা 'ডয়চে এয়ারক্রাফট' একে পরিবেশবান্ধব উড়ালের উপায় হিসাবে দেখছে।

ব্রিটিশ কোম্পানি 'জিরোএভিয়া' এ বছরের শুরুতে একটি ছোট দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট প্লেনের পরীক্ষামূলক উড়াল সম্পন্ন করেছে। তবে মাত্র একটি বৈদ্যুতিক মোটর ও বায়বীয় হাইড্রোজেন ছিল। অন্য মোটরটি ছিল সাধারণ কম্বাশান ইঞ্জিন।

এয়ারবাসও হাইড্রোজেন প্রপালশনে আগ্রহী। তাই তারা ঐ কোম্পানির কিছু অংশ কিনে নিয়েছে। দুই বছরের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ রুটে চলা বিমানকে হাইড্রোজেনচালিত করতে চায় এই স্টার্টআপ কোম্পানি।

বিমান নির্মাতা বিশেষজ্ঞ মির্কো হর্নুং আশা করছেন, ''যে গতিতে প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ২০৪০-এর মধ্যে এটা প্রস্তুত হয়ে যাবে। ৫০ থেকে ৭৫ বা ৮০ যাত্রী ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ছোট প্লেনের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে।''

শুধু ইঞ্জিন নয়, সম্পূর্ণ নতুন প্রক্রিয়ার কথা ভাবা হচ্ছে - এয়ারক্রাফটের নকশা থেকে শুরু করে হাইড্রোজেন উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার।

স্টুটগার্টের কোম্পানিটি দেখিয়েছে, কী করা সম্ভব। তরল হাইড্রোজেন দিয়ে আজ ৭০০ কিলোমিটার যাওয়া যাচ্ছে, ভবিষ্যতে যাওয়া যাবে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার পথ। ভবিষ্যতে ট্রান্সআটলান্টিক ফ্লাইট পরিচালনাও সম্ভব হবে বলে আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আগামী বছর আরও মানবিক সহায়তা চায় জাতিসংঘ

বিশ্বজুড়ে মানবিক সংকটের কারণে জাতিসংঘ আগামী বছরের জন্য আরো অর্থায়নের আবেদন জানিয়েছে। চলতি বছর বিশাল ঘাটতির উল্লেখ করে দাতা দেশগুলির কাছে কঠিন পরিস্থিতি তুলে ধরেছে মানবিক সহায়তা সংস্থা।

নতুন বছরেও বিশ্বজুড়ে মানবিক বিপর্যয়ের কারণে অনেক মানুষের সহায়তার প্রয়োজন হবে। জাতিসংঘ সেই লক্ষ্যে প্রায় ৪,৬০০ কোটি মার্কিন ডলার অংকের আবেদন করেছে। ২০২৪ সালের 'গ্লোবাল হিউম্যানিটেরিয়ান ওভারভিউ' নামের রিপোর্টে জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সমন্বয়কারি সংস্থা ওসিএইচএ এমন পরিস্থিতি তুলে ধরেছে। সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জরুরি পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ অসহায় অবস্থায় রয়েছে। শুধু অধিকৃত ফিলিস্তিনি এলাকা, সুদান ও ইউক্রেনেই মানুষের জন্য লাগাতার সহায়তার প্রয়োজন বলে জাতিসংঘের এই সংস্থা মনে করে। সংবাদ শিরোনামের আড়ালে আফ্রিকার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশেই প্রায় সাত কোটি ৪১ লাখ মানুষ সহায়তার উপর নির্ভর করছে। সিরিয়া, ইয়েমেন ও আফগানিস্তানেও অনেক মানুষ এমন সহায়তার উপর নির্ভর করছেন।

জাতিসংঘের সহায়তা সংস্থার প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেন, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রসের জাতীয় দফতরগুলিও সহায়তার অর্থায়নের জন্য আলাদা করে আবেদন জানাবে। তবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এমন কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও দাতা দেশগুলি হাত গুটিয়ে নিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। গ্রিফিথস বলেন, অর্থায়নের ক্ষেত্রে চরম ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। তাই সহায়তা সংস্থাগুলি মানবিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে অত্যন্ত বাস্তববাদী ও কড়া মনোভাব নিয়ে নির্দিষ্ট সংকটের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে। ২০২৩ সালে ৫,৬৭০ কোটি ডলারের আবেদন করেও শেষ পর্যন্ত এই অংকের মাত্র ৩৫ শতাংশ হাতে পেয়েছে জাতিসংঘ। সেই অর্থ কাজে লাগিয়ে প্রায় ১২ কোটি ৮০ লাখ মানুষকে সহায়তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। গ্রিফিথস বলেন, ২০২৩ সালে এই প্রথম আগের বছরের তুলনায় আর্থিক সহায়তা বাড়ার বদলে কমে যাবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

গ্রিফিথসের মতে, ২০২৪ সালে সার্বিকভাবে মধ্যপ্রাচ্য এবং নির্দিষ্টভাবে গাজা ও পশ্চিম তীরের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। তাছাড়া আগামী বছর ইউক্রেন যুদ্ধ নতুন করে শুরু হবার আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি সেখানেও সহায়তার প্রয়োজনের উল্লেখ করেন। মোট ৭২টি দেশের জন্য সহায়তার আবেদন জানিয়েছে জাতিসংঘ। ২৬টি সংকটে জর্জরিত দেশ এবং ৪৬টি দেশ, যেগুলি প্রতিবেশী দেশগুলির সংকটের কারণে সমস্যায় পড়েছে, তাদেরও সহায়তার প্রয়োজন।

জাতিসংঘ মানবিক সংকটে কীভাবে সহায়তা করে, গ্রিফিথস সে বিষয়ে বিস্তারিত জানান। মানুষের প্রাণ বাঁচানো, ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শিশুদের সুরক্ষা, মহামারি মোকাবিলা এবং গৃহহীন মানুষকে আশ্রয় দেবার মতো কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘ কাজ করে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কার কারণে মানবিক সহায়তার প্রয়োজন আরো বেড়ে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

সাময়িকী

একদিনে গাজার ২৫০ জায়গায় আক্রমণ ইসরায়েলের

জাতিসংঘের বক্তব্য, পৃথিবীর উপর নরকের চেহারায় পরিণত হয়েছে গাজা স্ট্রিপ। আরো সাহায্যের প্রয়োজন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। যত দিন যাচ্ছে গাজা স্ট্রিপে পরিস্থিতি ততই ভয়াবহ হচ্ছে। ফিলিস্তিনের শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'পৃথিবীর বুকে একখণ্ড নরকে' পরিণত হয়েছে গাজা। জাতিসংঘের প্রধান আন্তনিও গুতেরেস বলেছেন, ''গাজার পরিস্থিতি প্রমাণ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অচল হয়ে পড়েছে।'' এদিকে ইসরায়েল জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজার ২৫০টি জায়গায় তারা আক্রমণ চালিয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু সুড়ঙ্গও আছে। ইসরয়ালে এবং মিশর দুই দিক থেকেই গাজা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অতি সামান্য মানবিক সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডাব্লিউএইচওর নির্বাহী সভা গাজায় আরো মানবিক সাহায্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন যে সাহায্য পৌঁছাচ্ছে, তা নিতান্তই কম বলে জানান তারা। আফগানিস্তান, কাতার, ইয়েমেন ও মরোক্কো এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে জানা গেছে। সিদ্ধান্তে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। এক, গাজা স্ট্রিপে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর আক্রমণ চালানো যাবে না। দ্বিতীয়ত, নতুন করে হাসপাতাল গড়ার জন্য দ্রুত টাকা পাঠাতে হবে। ডাব্লিউএইচও প্রধান জানিয়েছেন, গত দুই মাসের মধ্যে এই প্রথম সর্বসম্মতিক্রমে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ক্যানাডা অবশ্য ডাব্লিউএইচওর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। তাদের বক্তব্য, এটি একটি আপসমূলক সিদ্ধান্ত। হামাসের বিষয়ে কোনো মন্তব্যই করা হয়নি তাতে। আরো সরাসরি এর বিরোধিতা করেছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের বক্তব্য, ৭ অক্টোবরের কোনো কথাই উল্লেখ করা হয়নি সিদ্ধান্তে। অথচ ৭ অক্টোবর হামাসের কাজের পরিপ্রেক্ষিতেই এই গোটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এবিষয়ে এখনো পর্যন্ত ডাব্লিউএইচওর তরফে কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু রোববার হামাস নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তাদের এবার আত্মসমর্পণ করা উচিত। তার বক্তব্য, ''গত এক সপ্তাহে বেশ কয়েকজন হামাস সদস্য ইসরায়েলের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।'' নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, এই লড়াই আসলে হামাসকে শেষ করার লড়াই। আত্মসমর্পণ করলে তারা প্রাণে অন্তত বেঁচে যাবে।

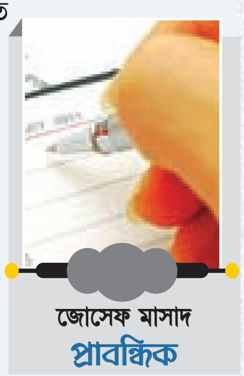

জোসেফ মাসাদ
প্রাবন্ধিক

জানা অজানা

দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনা, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া

শনি ও রোববার দক্ষিণ চীন সাগরে ফিলিপাইন্স ও চীনের নৌকার মধ্যে গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এর প্রতিবাদে সোমবার চীনের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে ফিলিপাইন্স।

আর 'বিপজ্জনক ও অস্থিতিশীল আচরণ' বন্ধ করতে চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ফিলিপাইন্স কোস্টগার্ডের প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা গেছে, দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত স্কারবোরো শোল ও সেকেন্ড থমাস শোলে থাকা জেলেদের জন্য সরবরাহ নিয়ে যাওয়া ফিলিপাইন্সের নৌকার দিকে চীনা জাহাজ থেকে জল ছোড়া হচ্ছে। এছাড়া সেকেন্ড থমাস শোল এলাকায় ফিলিপাইন্স ও চীনের নৌকার মধ্যে সংঘর্ষও হয়েছে।

২০১২ সালে ফিলিপাইন্সের কাছ থেকে স্কারবোরো শোলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় চীন। আর চীনের আগমন ঠেকাতে ১৯৯৯ সালে ফিলিপাইন্সের নৌবাহিনী সেকেন্ড থমাস শোলে ইচ্ছে করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি জাহাজ ফেলে রেখেছে। সেকেন্ড থমাস শোলকে নিজেদের মনে করে কয়েকটি দেশ।

সোমবার চীনের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে তাকে বহিষ্কার করা হতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছে ফিলিপাইন্স।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রোববার বলেছে, দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের কর্মকাণ্ড আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। 'বিপজ্জনক ও অস্থিতিশীল আচরণ' বন্ধ করতে বেইজিংয়ের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছে দেশটি।

দক্ষিণ চীন সাগরের প্রায় পুরোটাই নিজেদের দাবি করে চীন। তবে এই দাবির কোনো বৈধ ভিত্তি নেই বলে ২০১৬ সালে রায় দিয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল।

যুক্তরাষ্ট্র চীনকে ট্রাইব্যুনালের ঐ রায় মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

পাঠকের চিঠি

কৃষকরা যেন জালিয়াতির শিকার না হন

বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC চলছে । কিন্তু এ বিষয়েও সকল কৃষক কে সতর্ক থাকতে হবে । আপনাদের একটা আঙ্গুলের ছাপ বা মোবাইল OTP দ্বারা চলে যেতে পারে ব্যাঙ্কে জমানো টাকা । সুতরাং অজানা অচেনা কোনো ব্যক্তির কাছে e KYC করবেন না । আপনার নিকটবর্তী পরিচিত কোনো CSC সেন্টার বা তথ্যমিত্র কেন্দ্রে গিয়ে e KYC করুন এবং সাথে সাথে রসিদ নেবেন । বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা অনেক ব্যাক্তি বা ছেলেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কাজ করছে , এদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে কৃষকদের, e KYC নামে উঠিয়ে নিতে পারে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমানো টাকা । দরকার হলে এলাকার শিক্ষিত কোনো মানুষের কাছে গিয়ে সেই এলাকায় কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিস সেন্টার সঞ্চালক কে আছেন সেটাও যাচাই করে নিতে হবে । কারণ কেন্দ্র সরকারের এই e KYC করার একমাত্র লক্ষ্য হল জালিয়াতের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানো ও সঠিক কৃষককে তার সঠিক প্রাপ্য পৌঁছে দেওয়া । সুতরাং সকল কৃষকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেখানে সেখানে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC করে নিজেকে পিপদে ফেলবেননা। শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিসেস সেন্টারে গিয়েই e KYC করান ও নিজেকে জালিয়াতির হাত থেকে বাঁচান ।

মহম্মদ ওয়াশিম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এবার অসম মায়ান্মারের অংশ ছিল বলে কপিল সিবলের মন্তব্যের সমালোচনায় মুখর হয়ে তাকে চিঠি প্রেরণ বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

উলেমা ই হিন্দ এবং আমসু ভুল তথ্য দেওয়ার সন্দেহ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে অসম মায়ান্মারের অংশ ছিল বলে কপিল সিবলের করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সারা রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা একযোগে এই মন্তব্য খারিজ করে দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন দল সংগঠন এই মন্তব্যর জন্য কপিল সিবলের সমালোচনা করেছে। তবে এবার কংগ্রেসের নেতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতাই সরব হয়ে উঠেছেন। কপিল সিবলের মন্তব্যের সমালোচনায় মুখর হয়ে তাকে চিঠি প্রেরণ করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

প্রসঙ্গত সুপ্রিম কোর্ট অসম মায়ান্মারের অংশ ছিল বলে কপিল সিবলের মন্তব্যে পর স্বাভাবিকভাবে রাজ্যে এক প্রতিবাদের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে শাসক পক্ষ ও তথা বিভিন্ন দল সংগঠন সর্বাধিক তৎপর হয়ে কংগ্রেস নেতার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে। তবে এবার এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে ওঠে কপিল সিবলকে চিঠি পাঠিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক প্রথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি চিঠিতে লিখেছেন সুপ্রিম কোর্টের একজন বরিষ্ঠ আইনজীবী এবং দলীয় সাংসদ হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর অসমের ইতিহাস সম্পর্কে তার এই মন্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাছাড়া কপিল সিবলের এই মন্তব্যের ফলে রাজ্যবাসীর মনে আঘাত সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি অসমের সম্মানহানি হয়েছে।

এক্ষেত্রে ওলেমা ই হিন্দ এবং সারা অসম সংখ্যালঘু ছাত্র সংস্থা অর্থাৎ আমসু হয়তো অসমের ইতিহাস সম্পর্কে কপিল সিবলকে ভুল তথ্য দিয়েছে। তাছাড়া তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। নিজের চিঠিতে তিনি অসমের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা তথ্য তুলে ধরে বলেন অসম কখনো মায়ান্মারের অংশ ছিল না। এক্ষেত্রে কপিল সিবলের বক্তব্য স্বাভাবিকভাবে রাজ্যের ভূমিপুত্রদের মনে গভীর আঘাত দিয়েছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে নিজের মন্তব্য তুলে নেওয়ার পাশাপাশি ভুল ভাবে অসমের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য কপিল সিবলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

কংগ্রেস প্রার্থীদের থেকে এক লক্ষ টাকা নিলেও সেটা সবাইকে জানিয়ে নিচ্ছে, লুকিয়ে নয় বলে মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার

বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৫ টি দলের মধ্যে আসন বোঝাবুঝির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিল্লিতে নেওয়া হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ আসন বোঝাপড়ার জন্য একের পর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত করে চলেছে। অন্যদিকে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য এক লক্ষ টাকা জমা করার বিপরীতে প্রার্থীদের থেকে আবেদন পত্র আহবান করেছে কংগ্রেস। এক্ষেত্রে শাসক পক্ষ বিজেপির কঠোর সমালোচনার পর অবশেষে মুখ খুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন কংগ্রেস প্রার্থীদের থেকে এক লক্ষ টাকা নিলেও সেটা সবাইকে জানিয়ে নিচ্ছে, লুকিয়ে নয়। এটা দলের এক গতানুগতিক রীতি। তাছাড়া বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৫ টি দলের মধ্যে আসন বোঝাবুঝির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিল্লিতে নেওয়া হবে বল মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন যা করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের থেকে আবেদনপত্র জমা নিচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আবেদন পত্রের সঙ্গে প্রার্থীদের এক লক্ষ টাকা করে জমা করার নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের এই ঘোষণার পরেই এক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠেছে বিজেপি। দলটির বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বলেন কংগ্রেস কার্যালয় অবশেষে টেন্ডার প্রকাশ করা কার্যালয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। একইভাবে বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা বলেন বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার সঙ্গে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈর সঙ্গে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছে। ফলে এর সঙ্গ দোষে এবার টাকা আদায়ে মেতে মেতে উঠেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। প্রার্থীর আবেদনের বিপরীতে সংগ্রহ করা টাকা সভাপতি ভূপেন বরা কিছুটা রেখে কিছুটা লুরিনজ্যোতি গগৈকে দেবেন। বাকিটা দিল্লিতে থাকা কংগ্রেস নেতৃত্বকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বিজেপির এই ধরনের সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দিল্লিতে থাকা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন কংগ্রেস লুকিয়ে কিংবা অন্তরালে এভাবে টাকা নিচ্ছে না। জনসমক্ষে প্রত্যেককে জানিয়ে এই টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাছাড়া এটা কংগ্রেসের গতানুগতিক নিয়মনীতি। এর আগে নির্বাচনে ৪০ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। এবার প্রার্থীদের থেকে এক লক্ষ টাকা নেওয়া হচ্ছে। তবে মিত্র জোটের জন্য কংগ্রেস যে আসনগুলো ছেড়ে দেবে সেখান থেকে আবেদন করা দলীয় প্রার্থীদের মাশুল তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন কংগ্রেস নিজেদের দলের নেতাকর্মীদের টাকা নিচ্ছে। কোনো কয়লার সিন্ডিকেট, সুপারির সিন্ডিকেট, বালুর সিন্ডিকেট থেকে টাকা নিচ্ছে না। তাছাড়া এক্ষেত্রে সমালোচনা করা রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা দুর্নীতির কথা উত্থাপন করলেও ১০০০ বিঘা জমি ক্রয় করা, হাসপাতাল ক্রয় করা, বাগান ক্রয় করা, হোটেল ক্রয় করা, সংবাদপত্র ক্রয় করা, নিউজ চ্যানেল ক্রয় করা ইত্যাদি বিষয়ে নিরব রয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সভাপতি ভূপেন বরা বলেন অসমে কংগ্রেসের সঙ্গে বর্তমান চারটি আঞ্চলিক দল রয়েছে যারা ইন্ডিয়া মিত্র জোটে নেই। ১৫ দলের মধ্যে বাকি থাকা জাতীয় দল গুলো বর্তমান ইন্ডিয়া মিত্র জোটে রয়েছে। তবে ইন্ডিয়া মিত্র জোটে থাকা জাতীয় দলগুলোর সঙ্গে অসমে একটি পর্যায়ে পর্যন্ত আলোচনা হবে। কিন্তু প্রতিটি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দিল্লিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অর্থাৎ বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৫ টি দলের মধ্যে আসন বোঝাবুঝির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিল্লিতে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে যেটা আলোচনা হয়েছে সেটা সবিস্তার তথ্য কংগ্রেস নেতা বেনু গোপাল এবং জিতেন্দ্র সিংহকে দুই দিনে জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন কংগ্রেস সভাপতি। এদিকে বদরুদ্দিন আজমল বিভিন্ন সময়ে করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন তাকে বলার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। তার যা ইচ্ছা করে সেই কথা বদলিয়ে বদলিয়ে মন্তব্য করতে পারেন বলে ছাড়পত্র দিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

মেয়ে মিনার্ভা দেবীকে সোমবার হাজির হওয়ার তলব জানিয়ে বাবা এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকে শিলচর থেকে গ্রেপ্তার এসআইটির

এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে মহানগরের সিআইডি কার্যালয়ে ব্যাপক জেরা অব্যাহত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ জেলার এডিসি হিসাবে কর্মরত এসিএস মিনার্ভা দেবী, দীপঙ্কর দত্ত এবং ধীরাজ কুমার জৈনকে জেরার জন্য আগামী সোমবার সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ জারি করেছে এসআইটি। কিন্তু এবার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এসিএস মিনার্ভা দেবীর পিতা তথা এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকে এসআইটি গতকাল মধ্যরাতে শিলচর থেকে গ্রেপ্তার করে গুয়াহাটি মহানগরে নিয়ে এসেছে। বর্তমান মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত সিআইডি কার্যালয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এসআইটি।

বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকা ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই তালিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি মোট পাঁচজন অফিসারকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। এবার এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত বাকি থাকা ৩২ জনের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে পর্যায়ক্রমে তাদের জেরা করা হচ্ছে। তাদের পলায়ন করার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকার বিষয়টিও নজরে রেখেছে তদন্তকারী সংস্থাটি। এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার সন্দেহে নিয়মিত ভাবে এসিএস এবং এপিএস অফিসারদের ডেকে এনে তাদের ম্যারাথন জেরা অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। এরই সম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে করিমগঞ্জ জেলার এডিসি মিনার্ভা দেবী, দীপঙ্কর দত্ত এবং ধীরাজ কুমার জৈনকে জেরার জন্য আগামী সোমবার সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মেয়ে মিনার্ভা দেবীকে সোমবার হাজির হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশ দিলেও তার বাবা তথা এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকে গতকাল মধ্যরাতে শিলচর থেকে গ্রেপ্তার করে রবিবার সকালে গুয়াহাটি মহানগরে নিয়ে আসে এসআইটি। মহানগরে নিয়ে এসেই সিআইডি কার্যালয়ে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা করা হচ্ছে। মূলত সেই সময়ে এপিএসসির অধ্যক্ষ রাকেশ পালের সঙ্গে মিলে তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহ ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছেন বলে তদন্তকারী সংস্থাটি তথ্য আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। নন্দবাবু সিংহের এর বিরুদ্ধে একাধিক প্রার্থীর নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে নন্দবাবু সিংহের এর বিরুদ্ধে একাধিক প্রার্থীর নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি এপিএসসির চল্লিশ হাজার উত্তর বই এবং বিভিন্ন নথিপত্র জ্বালিয়ে দেওয়ার কান্ডে নন্দবাবু সিংহের এর নাম জড়িয়ে রয়েছে।

মহানগরের সিআইডি কার্যালয়ে এসআইটির ম্যারাথন জেরায় ইতিমধ্যে বহু বিস্ফোরক তথ্য এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহ স্বীকার করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে। মূলত তৎকালীন অধ্যক্ষ রাকেশ পালের সঙ্গে মিলে প্রার্থীদের পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন তিনি। তাছাড়া নন্দবাবু সিংহ দুর্নীতির স্বার্থে এপিএসসির স্ট্রং রুমের দরজা পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলেন। রাকেশ পালের যাবতীয় দুর্নীতির ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। নন্দবাবু সিংহ বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার ঠিকা নিয়েছিলেন। এমনকি নিজের কন্যা মিনার্ভা দেবীকে কৌশলগত ভাবে এপিএসসির চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনে দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকা হিসেবে এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহের নাম উল্লেখ করেছে বলে জানা গেছে।

টুকরো খবর

কাশ্মীরে ৩৭০ বাতিল 'বৈধ', রায় সুপ্রিম কোর্টের

জম্মু ঃ ২০১৯ সালে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করেছিল বর্তমান বিজেপি সরকার। অর্থাৎ, কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার বাতিল করা হয়েছিল। সোমবার কেন্দ্রের সেই কাজকে বৈধ বলে জানিয়ে দিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে বহু ব্যক্তি ও সংগঠন আদালতের দ্বারস্থ হয়। সেই সমস্ত মামলা একত্র করে এতদিন সুপ্রিম কোর্টে তার বিচার চলছিল। গত ২ জুলাই থেকে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে মামলাটির ধারবাহিক শুনানি চলছিল। গত ৫ সেপ্টেম্বর এবিষয়ে রায়দানের কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রায়দান স্থগিত রাখে বিশেষ সাংবিধানিক বেঞ্চ। জানানো হয়, ১১ ডিসেম্বর রায় ঘোষণা করা হবে। সেই মতো সোমবার রায় ঘোষণা করা হয়। পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এদিন জানিয়ে দেয়, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা সাংবিধানিক এবং বৈধ। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, কাশ্মীর যে সময় ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সে সময়েই তা ভারতের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। এই অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনেই কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক সভা তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে যা উঠে যায়। ফলে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা স্থায়ী ছিল না, অস্থায়ী বা সাময়িক ছিল। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, ৭০ বছর পর আচমকা কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল হয়েছে, এমন ভাবার কারণ নেই। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়া চলেছে। এবং শেষপর্যন্তা বাতিল করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া এবং কাজ বৈধ। রায় ঘোষণার পর নরেন্দ্র মোদী টুইট করে রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। মোদী বলেছেন, ''জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখের মানুষকে জানাতে চাই যে, তাদের স্বপ্ন সফল করার দায়িত্ব আমাদের। সে কাজ আমরা চালিয়ে যাব।'' তবে ২০১৯ সালে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের সময় কেন্দ্রীয় সরকার একইসঙ্গে জানিয়েছিল, রাজ্যটিকে ভেঙে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হচ্ছে। লাদাখকে কাশ্মীর থেকে পৃথক করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট এদিন জানিয়েছে, কাশ্মীরকে পৃথক রাজ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেখানে নির্বাচন আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। তবে লাদাখ পৃথক কেন্দ্রশাসিত রাজ্যই থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণার পর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা জানিয়েছেন, ''সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। এ এক ঐতিহাসিক রায়।'' কাশ্মীরের এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, ''রায় নিয়ে এখনো পর্যন্ত কাশ্মীরে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মানুষ নির্লিপ্ত।'' কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, কাশ্মীরে যাতে শান্তি বিঘ্নিত না হয়, সে দিকে নজর রাখবে তার দল। রায়দানের আগেই কাশ্মীরে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, পুলিশ একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। সেখানে আরো অনেক কিছুর পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা নিয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতা কিংবা সন্ত্রাসবাদে মদত জোগাতে পারে, এমন কোনো পোস্ট করা যাবে না। বিজেপি বিরোধী কাশ্মীরের প্রায় প্রতিটি দলই চেয়েছিল, উপত্যকায় আবার ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনা হোক। বিষয়টি নিয়ে আদালতে সওয়াল করেছেন সাবেক কংগ্রেস নেতা কপিল সিবল। বিজেপি অবশ্য কোনোভাবেই ৩৭০ ধারার পক্ষপাতী নয়। বস্তুত, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরেই পার্লামেঙট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির ঘোষণা করেন। যা নিয়ে দেশে বিদেশে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। পাশাপাশি জম্মু কাশ্মীরকে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও পরিণত করা হয়। তা নিয়েও বিপুল সমালোচনা হয়েছিল।

জার্মানির নাগরিকত্ব পেতে ইসরায়েলকে সমর্থনের শর্ত নিয়ে বিতর্ক

বার্লিন ঃ জার্মানির নাগরিকত্বের জন্য সাক্সনি আনহাল্ট রাজ্যে কেউ আবেদন করলে তাকে ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। না হলে তিনি নাগরিকত্ব পাবেন না। অন্য রাজ্যগুলোতেও এই নিয়ম চালুর ব্যাপারে আলোচনা চলছে। নভেম্বরের শেষে আলেন্সবাখ নামে একটি গবেষণা সংস্থার জরিপে অংশগ্রহণকারীদের এক তৃতীয়াংশ ইসরায়েলের প্রতি জার্মানির ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। হামাসকে ধ্বংসে ইসরায়েলের বর্তমান অভিযানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৩৫ শতাংশ, অন্যদিকে ইসরায়েলের সংযম প্রদর্শনের পক্ষে মত ৩৮ শতাংশের। জার্মানির পূর্বের রাজ্য সাক্সনি আনহাল্ট বিদেশিদের নাগরিকত্বের আবেদনের ক্ষেত্রে নতুন শর্ত যুক্ত করেছে। আবেদনকারীকে এখন লিখিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে তিনি 'ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকার স্বীকার করেন এবং রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের অস্তিত্বের বিপক্ষে যে কোন প্রচেষ্টার নিন্দা জানান'। সাক্সনি আনহাল্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তামারা জিশাং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে এই নির্দেশনার বিষয়ে অবহিত করেছেন। বাকি ১৫টি রাজ্যের প্রতিও একই নিয়ম আরোপের জন্য বুধবার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। জার্মানির নাগরিকত্ব আইন কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত হলেও এর বাস্তবায়ন ১৬টি রাজ্যের সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ইসরায়েল সংক্রান্ত একই ধরনের শর্ত আরোপের প্রস্তাব রয়েছে জার্মান পার্লামেন্ট বুন্ডেসটাগেও। সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সারা জার্মানিতেই তখন নিয়মটি কার্যকর হবে। জিশাং জানান, ইসরায়েলের উপর গুরুত্বারোপ কোনো চাপ নয় বরং 'ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা এবং ইহুদিবিদ্বেষ বাদ দিয়ে মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতার অধিকার' তুলে ধরার প্রচেষ্টা। সাক্সনি আনহাল্ট রাজ্যের নতুন ডিক্রি এবং ফেডারেল পর্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা, দুই ক্ষেত্রেই বিষয়টিকে সামনে এনেছে মধ্য ডানপন্থি খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্রী দল সিডিইউ। ক্ষমতাসীনেরাসহ অন্য দলগুলোরও এতে সমর্থন রয়েছে। তবে অ্যান্টি সেমিটিজম বা ইহুদি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই উদ্যোগ কতটা কাজে আসবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে তিন দলীয় জোট সরকার। বরং সাক্সনি আনহাল্টের পদক্ষেপ বিদম্যান অস্থির পরিস্থিতিকে অপ্রয়োজনীয় মেরুকরণের দিকে ঠেলে দেবে বলে আশঙ্কা তাদের। তবে জিশাং এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, এটি তার রাজ্যে ইহুদিদের জীবনের 'বিকাশের জন্য আরও সুযোগ করে দেয়ার' একটি উপায়। বিদেশিদের লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও ইহুদিসহ জার্মানির অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতি বড় হুমকি মোকাবিলায় তা কাজে আসবে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন আছে। কেননা অপরাধের নিয়মিত পরিসংখ্যান বলছে, স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের কারণে সৃষ্ট হুমকি বিদেশিদের চেয়ে অনেক বেশি। সাক্সনি আনহাল্টেই ২০১৯ সালে সিনাগগে হামলায় দুইজন নিহত হন। হামলাকারী ছিলেন একজন উগ্র ডানপন্থি জার্মান। ২০২০ সালে তার যাবজ্জীবন সাজা হয়।

অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ায় বাবরের সেরাটা দেখা যাবে এখন : গৌতম গম্ভীর

দুবাই ঃ বাবর আজমকে নিয়ে গৌতম গম্ভীর ভবিষ্যদ্বাণীটা করেছিলেন ৫ অক্টোবর বিশ্বকাপ শুরুর আগে। ভারতের সাবেক ওপেনার স্টার স্পোর্টসকে বলেছিলেন, 'বাবর আজমের যে টেকনিক, আমার মনে হয়, বিশ্বকাপে সে পাকিস্তানের হয়ে তিন থেকে চারটা শতক পাবে।' কিন্তু বিশ্বকাপে গম্ভীরের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি বাবর। চারটি ফিফটি পেলেও শতক পাননি। পাকিস্তানও লিগ পর্বে ৯ ম্যাচে ৪ জয় ও ৫ হারে সেমিফাইনালে ওঠার আগেই বাদ পড়ে। এরপর তিন সংস্করণেই অধিনায়কত্ব ছাড়েন বাবর। গম্ভীর মনে করেন, এখন বাবরের আসল রূপটা দেখা যাবে। তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে গেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার পার্থে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই সিরিজ সামনে রেখে ভারতের খেলাধুলাবিষয়ক ওয়েবসাইট স্পোর্টসকিরার সঙ্গে কথা বলেছেন গম্ভীর। ভারতের হয়ে ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী দলের এই ওপেনারের কথায় বিশ্বকাপে বাবরকে নিয়ে করা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রসঙ্গও উঠে আসে। বিশ্বকাপে বাবর কেন প্রত্যাশানুযায়ী পারফর্ম করতে পারেননি, সেই ব্যাখ্যায় গম্ভীর বলেছেন, 'আপনারা বাবরের সেরাটা দেখতে পাবেন এখন। একদম আলাদা বাবর আজমকে দেখতে পাবেন। বিশ্বকাপের আগে বাবরকে আমি টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে বিবেচনা করেছিলাম। অধিনায়কত্বের চাপটা ব্যাট হাতে তার ফর্মে প্রভাব ফেলেছিল। এটার কারণ হলো, আপনি অধিনায়ক কিন্তু দল ভালো করছে না, তখন তার চাপটা আন্দাজ করে নেওয়াই যায়।' অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর ২৯ বছর বয়সী বাবর আরও ১০ বছর ক্রিকেট খেলবেন বলে মনে করেন গম্ভীর। পাকিস্তানের ইতিহাসে সেরা ব্যাটসম্যান হওয়ার সামর্থ্য বাবরের আছে, এমনটা উল্লেখ করে গম্ভীর বলেছেন, 'যে বাবরকে কেউ দেখেননি, সেই বাবরকে দেখবেন আপনারা। এখন থেকে অবসর নেওয়ার আগপর্যন্ত তার সেরা সামর্থ্যটাই দেখবেন সবাই। বাবরের অনেক যোগ্যতা, সে পাকিস্তানের ইতিহাসসেরা ব্যাটসম্যান হতে পারে। প্রায় ১০ বছর সময় হাতে আছে, অধিনায়কত্বের চাপও নেই।' বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচে ৪০ গড়ে ৩২০ রান করেন বাবর। বিশ্বকাপের পর বাবর তিন সংস্করণে অধিনায়কত্ব ছাড়ায় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হন শাহিন আফ্রিদি। টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয় শান মাসুদকে। ওয়ানডে অধিনায়কের নাম এখনো ঘোষণা করেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

চোটে ছিটকে পড়া হলান্ডকে কবে মাঠে পাবে সিটি

প্যারিস ঃ টানা চার ম্যাচে জয়হীন থাকা ম্যানচেস্টার সিটি লুটন টাউনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অবশেষে জয়ের ধারায় ফিরেছে। লুটনের মাঠে গতকাল রাতে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও বের্নার্দো সিলভা ও জ্যাক গ্রিলিশের গোলে জয় পেয়েছে সিটি। এই ম্যাচ জিতে সিটি শিবিরে স্বস্তি ফিরলেও অস্বস্তি ছিল অন্য জায়গায়।

চোটের কারণে এ ম্যাচে খেলতে পারেননি দলের সেরা স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড। আগের ১৫ ম্যাচে নিয়মিত একাদশে থাকা হলান্ড মাঠে না নামায় দুশ্চিন্তা ছিল ভক্তসমর্থকদের মধ্যেও। ম্যাচ শেষে হলান্ডের চোট নিয়ে কথা বলেছেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা।

পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিতে না পারলেও ১৯ ডিসেম্বর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে ম্যানচেস্টার সিটির ম্যাচের আগে হলান্ডের সুস্থ হওয়ার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেছেন গার্দিওলা। ১২ ডিসেম্বর থেকে সৌদি আরবে শুরু হবে ক্লাব বিশ্বকাপ। ১৯ ডিসেম্বর সেমিফাইনাল ম্যাচ দিয়ে এই টুর্নামেন্টে শিরোপা অভিযান শুরু করবে সিটি। তবে ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়ে মাঠে ফেরার আগে হলান্ডকে দুই ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে ১৫ ম্যাচে ১৪ গোল করা হলান্ড মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন পায়ের পাতায় পাওয়া চোটে। কবে নাগাদ হলান্ড মাঠে ফিরতে পারেন, জানতে চাইলে বিবিসিকে গার্দিওলা বলেন, 'আমরা জানি না। দেখছি। আশা করি, ক্লাব বিশ্বকাপের জন্য সে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

চোটের কারণে এর আগে কেভিন ডি ব্রুইনার মতো খেলোয়াড়কে হারিয়ে বেশ ভুগেছে সিটি। এবার হলান্ডেরও চোটে পড়া বিপদ বাড়াল ইতিহাদের ক্লাবটির। সময়টা একরকম খারাপই যাচ্ছে সিটির। প্রিমিয়ার লিগে টানা চার ম্যাচে জয়হীন থাকার পর জিতেছে গার্দিওলার দল।

লিগে এবারের মৌসুমে ১৬ ম্যাচে মাত্র ১০ জয় পাওয়া সিটির পয়েন্ট টেবিলে চতুর্থ স্থানে থাকা তাঁদের গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পারফরম্যান্সের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়। তবে চোট, নিষেধাজ্ঞা থেকে বাজে ফর্ম এমন সবকিছুর সঙ্গেই মানিয়ে নিতে চান গার্দিওলা, 'আর্লিং আসার পর থেকে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। কিন্তু এই মৌসুমে এ ধরনের বিষয়গুলো আমরা দেখেছি। চোট কিংবা নিষেধাজ্ঞার মতো বিষয়গুলো আছে। আমাদের এসবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।'

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে নির্ধারিত ম্যাচটি খেলার আগে আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে সিটির সামনে। চ্যাম্পিয়নস লিগে আগামী পরশু রেড স্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে খেলবে সিটি। আগেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের পর্ব নিশ্চিত করায় এই ম্যাচে হলান্ডকে খেলানোর চাপ নেই গার্দিওলার। এরপর ১৬ ডিসেম্বর প্রিমিয়ার লিগে ক্রিস্টাল প্যালেসকে নিজেদের নিজেদের মাঠে আতিথ্য দেবে সিটি।

প্রিমিয়ার লিগে বর্তমান পরিস্থিতিতে সিটির জন্য সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ম্যাচেও হয়তো দর্শক হয়ে থাকতে হবে হলান্ডকে। এরপর ১৯ ডিসেম্বর ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচে সিটির সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ মেক্সিকোর ক্লাব লিওন কিংবা জাপানের উরাওয়া রেড ডায়মন্ডস। সৌদি আরবের কিং আবদুল্লাহ সিটি স্পোর্ট সিটি স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ দিয়ে ফের মাঠে দেখা যেতে পারে নরওয়েজিয়ান তারকাকে।

অস্ট্রেলিয়ায় নেই চিকিৎসক, আমিরাতে নেই ম্যানেজার, এলোমেলো অবস্থা পাকিস্তানের

দুবাই ঃ পাকিস্তানের জাতীয় দল এখন অস্ট্রেলিয়ায়, ১৪ ডিসেম্বর সেখানে শুরু হবে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপে খেলতে পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব ১৯ দল এখন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। তবে পাকিস্তান জাতীয় দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় নেই চিকিৎসক। অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সঙ্গে নেই ম্যানেজার। জাতীয় দলের চিকিৎসক ও অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ম্যানেজার দুজনই আটকা পড়েছেন ভিসা ও পাসপোর্ট জটিলতায়।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য গত ৩০ নভেম্বরই দেশ ছাড়ে পাকিস্তান দল। শান মাসুদদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চিকিৎসক সোহাইল সালিমের। কিন্তু ভিসা না পাওয়ায় এখনো তিনি সেখানে যেতে পারেননি বলে পিটিআইকে নিশ্চিত করেছে পিসিবির একটি সূত্র, 'ডাক্তার সালিমের জন্য ভিসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পিসিবি। সেটা পেলেই পার্থে প্রথম টেস্টের আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবেন।'

পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শোয়েব মাহমুদ আছেন অনূর্ধ্ব ১৯ দলের টিম ম্যানেজারের দায়িত্বে। এরই মধ্যে দুবাইয়ের টুর্নামেন্টটিতে দুটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে পাকিস্তান। তবে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় শোয়েব সেখানে যেতে পারেননি।

শুধু দলের সহায়ক সদস্যই নন, খেলোয়াড়ও পড়েছেন জটিলতায়। চোটের কারণে পার্থ টেস্টে খেলা হবে না লেগ স্পিনার আবরার আহমেদের। তাঁর জায়গায় ডাকা হয়েছে অফ স্পিনার সাজিদ খানকে। কিন্তু তিনিও রোববার পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার ভিসা পাননি। মূলত আবরার প্রথম টেস্টের পরও ফিট না থাকতে পারেন, এমন শঙ্কায় তাঁর বদলি নেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিপক্ষে খেলার সময় ডান পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়েছেন আবরার। তাঁকে চিকিৎসক দলের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিনটি টেস্ট খেলবে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্ট এবং ৩ ডিসেম্বর সিডনিতে শুরু হবে তৃতীয় টেস্ট। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলে নিউজিল্যান্ডে যাবে পাকিস্তান। যেখানে আরেক নতুন অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে ৫টি টি-টোয়েন্টি খেলতে তারা।

গাজায় বন্দিদের 'অস্ত্র সমর্পণের' দাবি করা ছবি নিয়ে প্রশ্ন আর সন্দেহ

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ গাজায় আটক উলঙ্গ ফিলিস্তিনি বন্দিদের ইসরায়েলি বাহিনীর কাছে 'অস্ত্র সমর্পণ' করার কিছু ছবি নিয়ে নানা ধরণের জল্পনা আর প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ওই ঘটনার সময়কার সার্বিক পরিস্থিতি এবং তার ছবি তোলার বিষয়টি নিয়ে নানা ধরণের সন্দেহ দানা বাধছে। প্রাথমিকভাবে একই দৃশ্যের দুটি ভিডিও দেখা যাচ্ছে, যেখানে অন্তর্বাস পরিহিত এক ব্যক্তি অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ মেনে মাটিতে অস্ত্র রাখছেন। কিন্তু দুটি ভিডিওর মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকার কারণে মনে করা হচ্ছে যে, হয়তো কয়েকটি 'ধাপে' এটি একাধিকবার ধারণ করা হয়েছে।

বিবিসি ভেরিফাই এই ফুটেজ যাচাই করে দেখেছে এবং তারা বলছে যে, দুটি ভিডিও ক্লিপই একটি চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ধারণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে মোট তিনটি বন্দুক সমর্পণ করা হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি এবং ভিডিও প্রকাশ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

দুটি আলাদা ভিডিওতে কিছুটা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে এবং এগুলো গত নয়ই ডিসেম্বর শনিবার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এখন অভিযোগ উঠেছে, কয়েক বারের প্রচেষ্টায় এই ভিডিওগুলো ধারণ করা হয়েছে। অনেকেই কীভাবে একই ব্যক্তি দুটি ভিডিওতে ভিন্ন হাতে বন্দুক ধরেছে তার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছেন।

বিবিসি ভেরিফাই যা বলছে

বিবিসি ভেরিফাই বলছে, এই ফুটেজগুলো আসলে একটি চলমান ঘটনারই আলাদা দুটি দৃশ্য।

তবে, কয়েকবারের প্রচেষ্টায় ধারণ করা ভিডিও নয়, এবং একই ব্যক্তি বারবার যাওয়াআসা করে আলাদা বন্দুক এবং খুলে রাখা গুলি এনে পায়ে হাঁটা রাস্তার উপর জড়ো করছেন।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রাস্তার পাশে আরো কয়েক ডজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দেখছেন। তারাও অন্তর্বাস পরিহিত এবং তাদের অনেকেই অস্ত্র ও পরিচয়পত্র উপরে তুলে ধরে আছেন।

বিবিসি ভেরিফাই জানতে পেরেছে যে তারা জাবালিয়ার উত্তরে বেইত লাহিয়া শহরে জাতিসংঘের একটি স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সূর্যের অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে যে, একটি ভিডিও প্রথমে ধারণ করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে একজন ব্যক্তি তার ডান হাত দিয়ে একটি বন্দুক ফুটপাতে রাখা আরেকটি বন্দুকের উপর রাখছেন।

পরের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সূর্য নিচে নেমে গেছে, একজন ব্যক্তি আরেকটি বন্দুক এনে বাম হাত দিয়ে অন্যগুলোর উপর রাখছে।

স্থির চিত্রের কারণেই এরই অনুমানগুলো পোক্ত হয়েছে, যেখানে একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি বন্দুক রাখা হয়েছে এবং অন্যটিতে দেখা যাচ্ছে রাস্তার উপর তিনটি বন্দুক ও ম্যাগাজিন রাখা রয়েছে।

ফুটেজ নিয়ে প্রশ্ন আর সন্দেহ

এই ফুটেজ আরো কিছু প্রশ্ন সামনে এনেছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, আর তা হচ্ছে ওই ব্যক্তিদের অস্ত্রের মুখে রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে ক্যামেরার পেছন থেকে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছিল।

তাই এটা স্পষ্ট নয় যে তারা কি আসলে অস্ত্র 'সমর্পণ' করছিল নাকি তারা শুধু নির্দেশ মোতাবেক অস্ত্রগুলো সরিয়ে রাখছিল।

কারণ ওই ব্যক্তিকে এরইমধ্যে শুধু অন্তর্বাস পড়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে, এবং তার সেগুলো নিজে লুকিয়ে রাখার মতো অবস্থাও ছিল না।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এসব অস্ত্র সম্পর্কে জানতো না এমন সম্ভাবনাও খুবই কম। তার মানে হচ্ছে, বাস্তবিকপক্ষে সমর্পণের পরিবর্তে শুধুমাত্র ক্যামেরায় ধারণ করার জন্যই এমনটা করা হয়েছে।

আমরা জানি না যে, ওই ব্যক্তি বা ভিডিওতে দেখানো আর কোন ব্যক্তি হামাস বা গত সাতই অক্টোবরের হামলার সাথে জড়িত কিনা।

একটি ভিডিওতে শেষের দিকে একটি ডিএসএলআর এর জুম লেন্স খুব অল্প সময়ের জন্য দেখা যাচ্ছে।

ভিডিওর পাশাপাশি ছবিও প্রকাশিত হচ্ছে যেগুলো একটু ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা হয়েছে। এর থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, এই ঘটনা একাধিক ব্যক্তি এবং একাধিক ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও ধারণা করা হয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহে গাজায় ফিলিস্তিনি বন্দিদের ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন অনেকেই।

বন্দিদের সাথে হওয়া আচরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকে। রেড ক্রস ইতোমধ্যে বলেছে যে, আন্তর্জাতিক আইন মেনেই বন্দিদের সাথে আচরণ করা উচিত।

কিন্তু গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যে অগ্রগতি অর্জন করছে তার প্রমাণ দেখাতে আগ্রহী দেশটি।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, সম্প্রতি কয়েক দিনে, হামাসের কয়েক ডজন যোদ্ধা আমাদের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তারা তাদের অস্ত্র জমা দিচ্ছে এবং নিজেরা আমাদের বীরোচিত যোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে।

আরো সময় লাগবে, যুদ্ধ পুরোদমে চলছে, কিন্তু এটা হামাসের সমাপ্তির শুরু।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী এই ভিডিও নিয়ে ওঠা প্রশ্ন বা সন্দেহের ব্যাপারে সরাসরি কোন প্রশ্নের উত্তর বা প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

তবে একজন মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন যে, বন্দিদের প্রতি আন্তর্জাতিক আইন মেনে আচরণ করা হচ্ছে।

সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের পোশাক খুলে দেয়াটা প্রায়ই দরকার হয়, কারণ সেগুলো তল্লাশি করে নিশ্চিত হতে হয় যে, সেখানে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য বা অন্য কোন অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা।

বাংলাদেশীদের 'চার দিনে মেডিক্যাল ভিসা', নতুন পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গে

কলকাতা (অমিতাভ ভট্টশালী)ঃ খুলনা শহরের বাসিন্দা আমজাদ আলি কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য মেডিক্যাল ভিসার আবেদন করেছিলেন নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখ। কিন্তু ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র আইভ্যাকে তার অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ পড়েছিল ২০২৪ সালের আটই জানুয়ারি।

হয়তো তিনি ভিসা পেতেন তার থেকেও দিন ১৫ পরে, অর্থাৎ আবেদন করার প্রায় মাস দেড়েক পরে।

তবে শুক্রবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা করাতে আসা বাংলাদেশি রোগীদের মেডিক্যাল ভিসা ব্যবস্থাপনায় যে বদল আনা হয়েছে, তাতে আবেদন করার দুই থেকে চার কর্মদিবসের মধ্যেই মি. আলিদের মতো বহু রোগী মেডিক্যাল ভিসা পেয়ে যাবেন বলে আশা করছে ভারতের বেসরকারি হাসপাতালগুলির একটি সংগঠন।

নতুন ব্যবস্থায় মেডিক্যাল ভিসা আবেদনকারীদের দিক থেকে অন্য কিছু করতে হবে না, তারা যেভাবে আবেদন করেন, সেটাই চালু থাকবে।

কিন্তু নথি যাচাই করে 'ভিসা ইনভিটেশান লেটার' দেওয়ার পদ্ধতির বদল এটি।

নতুন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিশেষ ওয়েবসাইটে যাচাই করা নথি আপলোড করার দায়িত্ব পড়েছে রাজ্যের হাসপাতালগুলির ওপরে। ওই যাচাই করা নথির ভিত্তিতেই দ্রুত মেডিক্যাল ভিসা দেবে বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশন বা সহকারী হাই কমিশনারের দপ্তরগুলি

নতুন পদ্ধতি কীভাবে কাজ করবে?

সম্প্রতি ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের দুই কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়ার কর্মকর্তা এবং পূর্ব ভারতের বেসরকারি হাসপাতালগুলির সংগঠন এ এইচ ই আইয়ের মধ্যে একটি বৈঠক হয়।

এ এইচ ই আইয়ের প্রেসিডেন্ট রূপক বড়ুয়া জানিয়েছেন, ওই বৈঠকেই ঠিক হয় যে এখন থেকে রোগীদের আবেদনের ভিত্তিতে প্রথমে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল তার চিকিৎসা সংক্রান্ত সব নথিপত্র যাচাই করবে, চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করবে। তারপরে একটি বিশেষ ওয়েবসাইটে রোগীর 'ভিসা ইনভিটেশান লেটার' বা 'ভিআইএল' আপলোড করা হবে হাসপাতালের তরফ থেকে। 'ইয়াত্রি সুভিধা হেল্থ ভিসা প্রসেস' নামে এই প্রক্রিয়াতে যে ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করা হবে, সেটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ তৈরি করেছে।

আবার ওই ওয়েবসাইটে আমাদের তরফে যে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব থাকবে 'ভিসা ইনভিটেশান লেটার' আপলোড করার, তাদের পরিচয় আগে থেকেই নথিভুক্ত থাকবে। লগইন করার সময়ে ওই ব্যক্তির আধার কার্ড এবং হাসপাতালের জিএসটি নম্বরও দিতে হবে, জানাচ্ছিলেন মি. বড়ুয়া।

তার কথায়, ওই বিশেষ ওয়েবসাইটটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি, সেখানে যে নথি আমরা আপলোড করব, তা আমাদের তরফে ইতিমধ্যেই যাচাই করা হয়েছে। আবার যিনি তথ্য আপলোড করবেন, তার নাম, পরিচয়ও আগে থেকেই নথিভুক্ত করা। অর্থাৎ আমরা যে ইনভিটেশান লেটার আপলোড করব সেগুলো একাধিক পর্যায়ে যাচাই করা।

তাই তার ভিত্তিতেই হাই কমিশনের দিক থেকে খুব দ্রুত,মেডিক্যাল ভিসা দিয়ে দেওয়া যাবে, জানাচ্ছিলেন রূপক বড়ুয়া।

তার দাবী, এতদিন যে মেডিক্যাল ভিসা পেতে ৪৫ থেকে ৫০ দিন মতো লাগছিল, তা এখন কমে মাত্র দুই থেকে চারটি কাজের দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করছি।

ওই ওয়েবসাইটে হাসপাতালের তরফ থেকে একাধিক পর্যায়ে যাচাই করা তথ্য আপলোড করার পরে একটি ২৫ সংখ্যার 'ইউনিক আইডি' তৈরি হবে। এই 'আইডি' আবেদনকারীর কাছে যেমন যাবে, তেমনই হাসপাতাল এবং ভারতীয় হাই কমিশনের ভিসা বিভাগেও যাবে।

এর ভিত্তিতে দ্রুত ভিসা দেওয়া সম্ভব হবে বলে কর্মকর্তারা মনে করছেন।

সীমান্তে দিতে হবে চিকিৎসার নথি

কলকাতার হাসপাতালগুলিতে মাঝে মাঝেই অভিযোগ আসে যে তাদের পাঠানো নয়, এমন 'ভিসা ইনভিটেশান লেটার'-এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ থেকে আসল মেডিক্যাল ভিসা ইস্যু করে দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রগুলি বলছে, এমনও অনেকে 'মেডিক্যাল ভিসা' নিয়ে ভারতে চলে আসেন, যারা চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোনও কাজে এখানে আসছেন।

কেউ হয়তো চিকিৎসা করাতেই এসেছেন, কিন্তু তাদের টাকা ফুরিয়ে গেছে। তারা বাংলাদেশে কোনও আত্মীয়বন্ধুকে খবর দেন টাকা নিয়ে আসার জন্য। তাকে যেহেতু তাড়াতাড়ি আসতে হবে, তাই তিনিও আবার মেডিক্যাল ভিসার জন্য আবেদন করে চলে আসেন, জানাচ্ছিল ওই সূত্রটি।

রূপক বড়ুয়ার কথায়, আবার এক হাসপাতালের ইনভিটেশানের ভিত্তিতে মেডিক্যাল ভিসা নিয়ে আসা বাংলাদেশী নাগরিকদের সীমান্ত থেকেই এক শ্রেণীর দালাল ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য ছোটখাটো নার্সিং হোমে চিকিৎসা করায়। আবার মেডিক্যাল ভিসা নিয়ে অন্য কোনও কাজ সেরে বাংলাদেশে ফিরে যান অনেকে।

তিনি বলছিলেন, এগুলো এবার থেকে বন্ধ হবে। যখন মেডিক্যাল ভিসা নিয়ে কেউ সীমান্ত পেরবেন, তখন তাকে চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি জমা দিতে হবে। আবার তিনি যখন ফিরে যাবেন, তিনি যে সত্যিই নির্দিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে নিজের দেশে ফিরছেন, সেই নথিও সীমান্তে জমা দিতে হবে। চিকিৎসার প্রয়োজনে যেমন দ্রুত মেডিক্যাল ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, তেমনই সেটার অপপ্রয়োগ যাতে কেউ না করেন, সেটাও নিশ্চিত করা হবে নতুন ব্যবস্থাপনায়।

খুলনার বাসিন্দা আমজাদ আলি বলছিলেন, আমি হার্টের রোগী, স্টেন্ট বসানো আছে। চেক আপ করাতে কয়েক মাস পরে পরেই কলকাতায় যেতে হয়। আমার মেডিক্যাল ভিসার মেয়াদ শেষ হয় অক্টোবরের ২৩ তারিখ। নতুন করে ভিসার আবেদন করি এবছরের ২৩শে নভেম্বর।

তার আগে আমি কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে টেলি কনফারেন্সে কথা বলি। আমি যে অসুস্থ বোধ করছি, আমার হাতে, পায়ে পানি জমছে, সেটা জানাই। এসবের ভিত্তিতে তারা আমাকে ইনভিটেশান লেটার পাঠায়। সেটা দিয়ে আমি ভিসার আবেদন করেছিলাম। আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ দেওয়া হয় আগামী বছরের আটই জানুয়ারি, জানাচ্ছিলেন মি. আমজাদ আলি। এরকম আরও অনেক অসুস্থ মানুষকে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয় মেডিক্যাল ভিসার আবেদন জমা দিয়ে।

মি. আলি বলছিলেন, মেডিক্যাল ভিসার আবেদন করে যদি মাস দেড়েক অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে তো পেশেন্টের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাবে!

কিন্তু খুলনায় ভারতের সহকারী রাষ্ট্রদূতের দপ্তরে দ্রুত ভিসা পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তিনি এবং আরও অনেকে। ওই আবেদন করে অবশ্য অনেকটাই কম সময়ে, ডিসেম্বরের ১২ তারিখে এখন ভিসা পাবেন বলে আশা করছেন মি. আলি।

খুলনায় সহকারী হাই কমিশনে অনুরোধ করার ফলে আমি এখন হয়তো ভিসার মূল আবেদন করার দিন কুড়ির মধ্যে মেডিক্যাল ভিসা পেয়ে যাব। শুক্রবার থেকে যে ব্যবস্থা চালু হল, সেই সুবিধা যদি আমি পেতাম, তাহলে আমিও তো দিন দুয়েকের মধ্যেই হয়তো ভিসা পেয়ে যেতাম, বলছিলেন আমজাদ আলি।

টুকরো খবর

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর কোনরকম বিরোধ নেই- রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

কল্যানী ঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর কোনরকম বিরোধ নেই বলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা এই বিরোধের সৃষ্টি করতে চাইছে তাদের কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে। নদীয়ার কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিয়ে পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো উপাচার্য নিযগে নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলছে। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথাও হয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে তিনি কেবলমাত্র অন্তর্বর্তী উপাচার্য নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যারা গোলমাল পাকাতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

জলের কল খুলতেই থিক থিক করছে কেঁচো ও পোকামাকড়, জল খেয়ে অসুস্থ হচ্ছেন প্রচুর, বিপাকে সুন্দরবনের গ্রাম

বসিরহাট ঃ জলের কল খুলেই জীবন আর সেই পানীয় জলেই থিক থিক করছে কেঁচো ও পোকামাকড়। সেই জল পান করা তো দুরস্ত, হাতপা ধোয়া বা স্নানের জন্যেও ব্যবহার করার অযোগ্য। সমস্যায় সুন্দরবনের ১৫-২০টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। এই ঘটনা বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েতের মামুদপুর, সাহাপুর, চার নম্বর ও ক্যাওড়াখালি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার। এলাকার মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত এলাকায় সরকারি পাইপ লাইনে যে জল সরবরাহ করা হয় সেই জলের সাথে আসছে কেঁচো ও একাধিক পোকামাকড়। ফলে জল ব্যবহার করা অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এছাড়াও তাদের আরো অভিযোগ, একদিন অন্তর একদিন জল আসে এবং সময় মতো জল আসে না। জল আসার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। এলাকার অধিকাংশ মানুষ গরিব, জল কিনে খাওয়ার সাধ্য নেই। তাই বাধ্য হয়ে এই জল ব্যবহার করছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন। অনেকে খাওয়ার জন্য তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরে গিয়ে খাওয়ার জল নিয়ে আসছে। আবার অনেকে সাধ্য না থাকলেও জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছে। অভিযোগ এই জল পান করে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে কিন্তু তবুও বাধ্য হয়ে জল পান করতে হচ্ছে এবং ব্যবহার করতে হচ্ছে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করছেন। গ্রামবাসীরা বলেন, পঞ্চায়েতকে জানিয়ে কোন কাজ হয়নি। বহুবার পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে কিন্তু পঞ্চায়েত কোনরকম ব্যবস্থা করছে না। এক কথায় বলতে গেলে প্রশাসন এই ব্যাপারে একদম নির্বিকার। যদিও হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান লতিফ গাজী ঘটনাটি স্বীকার করে নেন। জলে যে পোকা আসছে এটা তারা জানেন। তিনি জানান, এই সমস্যার কথা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সভাধিপতি এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে জানিয়েছেন। কিন্তু তারপরও জলে পোকা আসছে এই বিষয়ে যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে পাঁচিল টপকে গেট ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে আলমারি ভেঙ্গে সর্বস্ব লুট করল দুষ্কৃতীরা

হাওড়া ঃ বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে পাঁচিল টপকে গেট ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে আলমারি ভেঙ্গে সর্বস্ব লুট করল দুষ্কৃতীরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া বাগনান থানা এলাকার বাটুল গ্রামে। জানা গিয়েছে এলাকার বাসিন্দা দীপক পালের পরিবার দিন কয়েক আগে অন্যত্র গিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার সকালে এসে দেখেন বাড়ির গেট হাট করে খোলা। গেটের চাবি কাটা হয়। ভালো হয় দরজার তালা এবং আলমারি। দরজা তালা এবং আলমারি ভেঙ্গে, লক্ষাধিক টাকা গহনা এবং নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র আতঙ্কে সৃষ্টি হয়েছে, প্রসঙ্গত বেশ কিছুদিন আগেও আশপাশের এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল।

নির্বাচনের পর অর্থনীতির যেসব সংকট তাড়া করবে নতুন সরকারকে

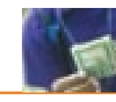

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পর নতুন সরকারকে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণে বেশ কিছু ক্ষেত্রে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা না নিতে পারলে রিজার্ভ, রেমিট্যান্স, রপ্তানি আয় ছাড়াও রাজস্ব ও ব্যাংক খাত নিয়ে যে ভয়াবহ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা থেকে উত্তরণ কঠিন হবার আশংকা আছে অনেকের মধ্যে। অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং আহসান এইচ মনসুর দুজনেই বলছেন, অর্থনীতিকে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসাটাই হবে নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু 'নির্বাচনের নৈতিক মানদণ্ডে দুর্বল' একটি সরকারের পক্ষে তা সহজ হবে না। অর্থনীতিবিদ ড.দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এখন যেহেতু আর বিশেষ কোন নীতি সংস্কার হবে না, তাই নির্বাচনের পর দ্রব্যমূল্য, মুদ্রা বিনিময় হার ও ব্যাংক ঋণের সুদের হারে মনোযোগ দিতে হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে ব্যাংক বা কোন খাতে যেন কাঠামোগত সংকট না হয়। আবার বৈদেশিক দায় দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রেও যেন কোন সমস্যা তৈরি না হয়। আর আহসান এইচ মনসুর বলছেন, আর্থিক খাতে সুশাসন আনা এবং শুরুতেই বর্তমান বাজেটের আকার অন্তত এক লাখ কোটি টাকা কমিয়ে টাকাকে আকর্ষণীয় করার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে নতুন সরকারকে।

জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। ওই সিদ্ধান্ত 'অসাংবিধানিক' নয় বলে আদালত রায় দিয়েছে।

সেই সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরে দ্রুত রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া এবং সামনের বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের জন্য আদালত আদেশ দিয়েছে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল সোমবার।

সোমবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির ওই সাংবিধানিক বেঞ্চ বলেছে, সংবিধানের ৩৭০ ধারা মেনে জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা 'অস্থায়ী' ছিল। রাষ্ট্রপতি শাসনকালে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের বিষয়টিও নিয়ম বহির্ভূত নয়।

দ্রুত জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করার সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে ভারতের শীর্ষ আদালত।

২০১৯ সালের ৫ই অগাস্ট ভারতের মুসলিম প্রধান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সাংবিধানিক বিশেষ মর্যাদা সংক্রান্ত সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে কেন্দ্রীয় শাসন জারি করে নরেন্দ্র মোদী সরকার। ওই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জম্ম ও কাশ্মীরের নিজেদের সংবিধান ও আলাদা পতাকার অধিকার দেয়া হয়েছিল।

পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য পুরোপুরি মুছে ফেলে একে লাদাখ এবং জম্মু কাশ্মীর নামে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

এরপর সেখানে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে দীর্ঘদিন লকডাউন করে রাখা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লা হতাশা প্রকাশ করেছেন।

শীর্ষ আদালতের রায়

সোমবার ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, সেখানে ৭টি বিষয়ে আদেশ দিয়েছে আদালত।

যার মধ্যে প্রধান ছিল, '৩৭০ অনুচ্ছেদ টি অস্থায়ী বা সংবিধানে স্থায়ী মর্যাদা অর্জন করেছে কিনা?'

সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ বলেছেন, অনুচ্ছেদ ৩৭০একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব নেই।

'রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত বৈধ'-এ কথাও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতি বলেন যেহেতু বিধানের ৩৭০ ধারায় কাশ্মীরকে যে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল, তা অস্থায়ী, তাই রাষ্ট্রপতি তা বাতিল করার অধিকার রাখেন। জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ বাতিল করার পরেও রাষ্ট্রপতি এটি করতে পারেন।

এছাড়া, জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দিতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি সঞ্জয় কৌল তাঁর রায় ঘোষণায় জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে দৈনন্দিন শাসন নিশ্চিত করা এবং ৩৭০ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যটিকে ভারতের সাথে একীভূত করা।

তাঁর রায় প্রদানের শেষে একটি 'সংবেদনশীল' উপসংহার লিখেছেন বিচারপতি কৌল। তিনি বলেন, কাশ্মীর উপত্যকা একটি ঐতিহাসিক ভার বহন করে এবং 'আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছি।'

তিনি আরও জানিয়েছেন, ' সেনাবাহিনীর কাজ শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, জন্য রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ নয়। সেনাবাহিনীর প্রবেশে রাজ্যে একটি নিজস্ব বাস্তবতা তৈরি হয়েছে ... পুরুষ, নারী ও শিশুদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।'

৩৭০ অনুচ্ছেদটি জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ ধরনের স্বায়ত্বশাসন ভোগ করার অধিকার দিয়েছিল, যা রাজ্যটিকে নিজস্ব সংবিধান, আলাদা পতাকা এবং আইন তৈরি করার অনুমোদন দেয়। পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ বিষয়ক ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ থাকতো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

ফলস্বরুপ জম্মু ও কাশ্মীর নাগরিকত্ব, সম্পদের মালিকানা এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত আইন নিজেরা তৈরি করার ক্ষমতা রাখতো।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষকে জম্মু ও কাশ্মীরে জমি কেনা এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা থেকেও বিরত রাখতে পারতো ঐ অনুচ্ছেদের বদৌলতে। এই ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ অনুচ্ছেদ যোগ হয়েছিল ভারত ও কাশ্মীরের নেতাদের দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘসময় ধরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এর বিরোধিতা করে আসছে।

প্রতিক্রিয়া

ভারতের শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পর রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন মহল থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে।

সম্প্রতি লোকসভায় পাশ হয়েছে জম্মু কাশ্মীর পুনর্গঠন ও জম্মু কাশ্মীর সংরক্ষণ বিল। এই দুটি বিল লোকসভা নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। আজ এই বিলগুলি নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনা হওয়ার কথা।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্সএ (সাবেক টুইটারে) একটি পোস্টে লিখেছেন, আজকের রায় কেবল একটি আইনি রায় নয় এটি আশার আলো, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি এবং একটি শক্তিশালী, আরও ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলার জন্য আমাদের সম্মিলিত সংকল্পের সাক্ষ্য।

অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লা সমাজ মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটারে) রায় দানের বিষয়ে লিখেছেন 'হতাশ হয়েছি, কিন্তু হার মানিনি। লড়াই জারি থাকবে। এখানে পৌঁছতে বিজেপির কয়েক দশক লেগেছে। আমরাও দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।'

জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং 'ডেমক্রেটিক প্রগ্রেসিভ আজাদ পার্টির' গুলাম নবী আজাদও তাঁর 'হতাশা' জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা জম্মু কাশ্মীরের মানুষদের কিছু বিশেষ সুবিধা দিত, যা তাদের জীবনধারণের এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

৩৭০ ধারা নিয়ে আদালতের সিদ্ধান্তের পর জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংয়ের ছেলে এবং কংগ্রেস নেতা করণ সিং এ এনআইকে বলেন আমি এই রায়কে স্বাগত জানাই। এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে যা কিছু ঘটেছে তা সাংবিধানিকভাবে বৈধ...আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অনুরোধ করছি যেন শীঘ্রই রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য...।''

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপির জেপি নাড্ডা। এ দিন রায় প্রকাশের পর তিনি সমাজমাধ্যম এক্সএ লেখেন, 'মাননীয় শীর্ষ আদালতে ৩৭০ ধারার বিষয়ে যে রায় দেওয়া হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি তার স্বাগত জানায়। দেশের উচ্চতম আদালত ৩৭০ ধারা এবং ৩৫-এ কে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত, তাঁর প্রতিক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য কে সঠিক বলে জানিয়েছে।'

অন্যদিকে, রায়ের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে থেকেই কড়া নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল জম্মু কাশ্মীরকে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার আগেই পিডিপি সভাপতি মেহবুবা মুফতি এবং ওমর আব্দুল্লার বাড়ির দরজা সিল করে পুলিশ এবং তাকে বেআইনি ভাবে গৃহবন্দী করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

যদিও সেই অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তিনি দাবি করেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীরে রাজনৈতিক কারণে কাউকে গৃহবন্দী বা গ্রেপ্তার করা হয়নি।

কী নিয়ে মামলা?

নাগরিকত্ব, সম্পত্তির মালিকানা বা মৌলিক অধিকারের প্রশ্নেও এই রাজ্যের বাসিন্দারা বাকি দেশের তুলনায় বাড়তি কিছু সুবিধা ভোগ করেন, আর ৩৭০ ধারাই তাদের সে অধিকার দিয়েছে।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদে অনুযায়ী, জম্মু কাশ্মীরের যে বিশেষ মর্যাদা ছিল তা বাতিল করে। বিলুপ্ত হয় ৩৭০ এর অন্তর্গত ৩৫-এ। পূর্ণ অঙ্গরাজ্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত জম্মু কাশ্মীরকে ভাগ করা হয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখে।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায আসার পর ২০১৯ সালের ৫ই অগাস্ট ভারতের সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করার ঘোষণা দেয় ভারতের সরকার।

৩৭০ অনুচ্ছেদের কারণে জম্মু ও কাশ্মীর অন্য যেকোন ভারতীয় রাজ্যের চেয়ে বেশি স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতো।

অনুচ্ছেদ ৩৭০ ভারতীয় রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরকে নিজেদের সংবিধান ও একটি আলাদা পতাকার স্বাধীনতা দিয়েছিল। এছাড়া পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়াদি, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তাও দেয়।

৩৭০ অনুচ্ছেদের সুবাদে কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দারাই শুধুমাত্র সেখানে বৈধভাবে জমি কিনতে পারতেন, সরকারি চাকরি করার সুযোগ পেতেন এবং সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন।

ঐ অনুচ্ছেদ বিলোপ করার বিষয়টি বিজেপি'র পুরনো রাজনৈতিক এজেন্ডাগুলোর একটি ছিল।

পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য পুরোপুরি মুছে ফেলে একে লাদাখ এবং জম্মুকাশ্মীর নামে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

ওই অনুচ্ছেদ বাতিলের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে।

সেই সমস্ত মামলাকে একত্র করে জুলাই মাস থেকে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চে শুরু হয় এর ধারাবাহিক শুনানি।

গত চার বছরের বিভিন্ন সময়ে দায়ের করা এই মামলা গুলিতে সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ মেনে যে বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধা দেওয়া হয়েছিল জম্মু কাশ্মীরকে, তা রদ করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

প্রশ্ন উঠেছিল, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা সংসদের আছে? নাকি কেবল মাত্র 'কনস্টিটিউয়েঃট অ্যাসেম্বলি' বা পূর্ববর্তী রাজ্যের গণপরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে করা যেতে পারে? মামলা চলাকালীন, শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছিল, যে প্রক্রিয়ায় জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপ করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হবে। মামলা চলাকালীন এ বছর আগস্ট মাসে, আবেদনকারী পক্ষে থেকে শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল।

শুনানির শুরুতে তিনি বলেন, ''জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্ত আদৌ সাংবিধানিক পদক্ষেপ নয়। পুরোপুরি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

আবেদনকারী কারা?

এই মামলায় মোট ২৩টি আবেদন করা হয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্যে মুলত রয়েছেন, সুশীল সমাজ, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্ট। রয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস কনফারেন্স, পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ, ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা সাংসদ মহম্মদ আকবর লোন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মধ্যস্থতাকারী রাধা কুমার। আবেদনকারীদের পক্ষে কপিল সিব্বল, গোপাল সুব্রহ্মণ্যমের মতো প্রবীণ আইনজীবীরা অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর বিষয়ে নেওয়া কেন্দ্র সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন।

আবেদনকারী ও সরকার দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে, গত পাঁচই সেপ্টেম্বর এই মামলার রায় দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ।

আবেদনকারীদের অভিযোগ

অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৯ সালে নেওয়া পদক্ষেপ এবং জম্মু কাশ্মীরকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে ভাগ বিষয়ক পদক্ষেপকে রদ করার আবেদনই মূলত জানানো হয়েছে।

আবেদনকারীদের বক্তব্য, ভারতীর সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ একটি স্থায়ী বিধান ছিল। এর যে কোনও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজ্যের গণপরিষদের অনুমতি প্রযোজন, যা ১৯৫৬ সালে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীরা আরও বলেছেন, ৩৭০ ধারা অপসারণের বিষয়টি ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন এর পরিপন্থী, যার মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অংশ হয়ে যায়। তাঁদের বক্তব্য, এটি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নেওয়া একটি 'রাজনৈতিক পদক্ষেপ'।

গণপরিষদকে বিধানসভা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যায় না কারণ তাদের কাজ আলাদা। শুধু তাই নয়, রাজ্যে যখন রাষ্ট্রপতি শাসন ছিল তখন এই সংশোধন করা যেতে পারে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি

শুনানির সময়ে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ জানতে চেয়েছিল, জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর, এবং নির্বাচনের বিষয়ে সরকার কী করছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার বক্তব্য ছিল, ওই রাজ্যের সাম্প্রতিকতম তথা সর্বশেষ ভোটার তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই পঞ্চায়েত ও পুর ভোটের পরে জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট হতে কোনও সমস্যা নেই। তবে বিধানসভা ভোট কবে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের পাঁচই অগস্ট রাজ্যসভায় জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা দানকারী ৩৭০ নম্বর ধারা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, এ সংক্রান্ত নির্দেশনামায় সই করেছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের পিছনে যে যুক্তিগুলি ছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই জম্মু কাশ্মীরে ভোট হবে এবং ফেরানো হবে রাজ্যের মর্যাদা। তাদের যুক্তি, ৩৭০ অনুচ্ছেদ একটি অস্থায়ী বিধান ছিল। যেহেতু গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তাই পরিষদকে সেই পদটি গ্রহণ করতে হয়েছিল। তা না হলে, এই বিধানটি কখনই সংশোধন করা যেত না।

একই সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল, অনুচ্ছেদ ৩৭০ প্রত্যাহার করার বিষয়টি সরকার 'সংবিধান' মেনে করেছে এবং এই পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় ছিল, জম্মু কাশ্মীরের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে, সেখানে পর্যটনসহ অন্যান্য বাণিজ্যের লাভের কথা মাথায় রেখে।

কিন্তু তারপর এতদিন কেটে যাওয়ার পরেও কেন, জম্মু কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হল না এবং নির্বাচন কবে হবে তা জানতে চেয়েছিল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলাকালীন সরকারের তরফে তুষার মেহতা বলেছিলেন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার ওই সিদ্ধান্ত ছিল সাময়িক। তবে, কবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা কবে ফিরে পেতে পারে, সে বিষয়ে কিছু স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি তিনি।

অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদ করার পেছনে সরকারের যুক্তি ছিল, এই পরিবর্তনের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের সাথে একীভূত করেছে। সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে রাজ্যের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ছিল কারণ সেখানে ভারতীয় সংবিধান পুরোপুরি প্রযোগে করা হয়নি।

সরকার আরও বলেছিল যে রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীনে, রাজ্যপাল কর্তৃক জারি করা আদেশগুলি রাজ্য আইনসভা কর্তৃক পাস করা আদেশের সমতুল্য। অতএব, রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীনে স্থিতাবস্থা পরিবর্তন এই কাজটিকে অবৈধ করে তুলবে না।

ঘটনার পরম্পরা

সত্য পাল মালিক, জম্মু কাশ্মীরের তৎকালীন রাজ্যপাল, ২০১৮ এর নভেম্বর মাসে, বিধানসভা ভেঙে দেন। এক মাস পরে জারি করা হয় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়। সংসদে রাষ্ট্রপতির শাসন অনুমোদন করা হয় পরের বছর অর্থাৎ ২০১৯-এর জানুয়ারি মাসে যা পরে আবারও ছয় মাসের জন্য বাড়ানোও হয়। ওই বছরেই (২০১৯ সাল) এর পাঁচই আগস্ট রাষ্ট্রপতি জম্মু কাশ্মীর সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করেন, যোগ করা হয় সংবিধানের ৩৬৭(৪) নম্বর অনুচ্ছেদ আর সংবিধানের ৩৭০(৩) নম্বর ধারায় 'রাজ্যের সংবিধান সভার বদলে হয়ে যায় 'রাজ্যের বিধানসভা'। ওই একই দিনে, সংসদে একটি বিশেষ বিল পাশ করা হয়, যার ফলে ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ জম্মু কাশ্মীরে কার্যকর হওয়া বন্ধ হয়। একই সঙ্গে পূর্ববর্তী জম্মু কাশ্মীর রাজ্যকে দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখে ভাগ করা হয়।

মোদী সরকারের এই পদক্ষেপ মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল। বিরোধীদের অনেকেই একে 'সংবিধান বিরোধী' এবং 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত পদক্ষেপ' বলেও মন্তব্য করেন।

কেন্দ্র সরকার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে এই বিল পাশ করিয়ে জম্মু কাশ্মীরের মতো অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপরে আঘাত হানা ই অভিযোগও তোলা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আজ সুপ্রিম কোর্টের এই রায়দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমনটা মনে করেন রাজনৈতিক মহল এবং বিশ্লেষকেরা। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৯ এর পাঁচই আগস্ট ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পদক্ষেপ বজায় রেখেছে শীর্ষ আদালত, একই সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা প্রধানের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ এবং নির্বাচনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ এমনটাও মনে করেন বিশ্লেষকেরা।